ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-116 ■ 1 February, 2025 ■ আগরতলা ১ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ১৮ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ নির্মলার বাজেট পেশ

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.) ।। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন শুক্রবার সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করেছেন। অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ হওয়ার পর দিনের মতো মুলতুবি হয়ে গিয়েছে সংসদের অধিবেশন। ১ ফেব্রুয়ারি বেলা এগারোটা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গিয়েছে লোকসভার অধিবেশন। আগামীকাল সাধারণ বাজেট পেশ করবেন নির্মলা সীতারমন।

জাতীয় অ্যাকাউন্টের প্রথম অগ্রিম অনুমান অনুসারে, ভারতের প্রকৃত জিডিপি ২৫ অর্থবর্ষে ৬.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৬ অর্থবর্ষে প্রবৃদ্ধি ৬.৩ থেকে ৬.৮ শতাংশের মধ্যে হবে। ২০২৬ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে ভাল রবি শস্য উৎপাদনে খাদ্যের দাম ধারণ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি

শিক্ষা ও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে নজর দিয়েছে সরকার

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.)।। যুবসমাজের শিক্ষা ও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে নজর দিয়েছে ভারত সরকার। জোর দিয়ে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, ভারত সরকার ''এক দেশ, এক নির্বাচন'' এবং ওয়াকফ সংশোধনী বিলের দিকেও পদক্ষেপ নিয়েছে। সংসদের বাজেট অধিবেশন শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। সংসদের উভয় কক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাজেট অধিবেশন।

রাষ্ট্রপতি এদিন বলেছেন, 'আমার সরকার আদিবাসী সমাজের পাঁচ কোটি মানুষের জন্য ''ধরতি আবা আদিবাসী গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান'' শুরু করেছে। দুই মাস আগে, আমরা আমাদের সংবিধান গ্রহণের ৭৫ বছর উদযাপন করেছি এবং কিছু দিন আগে, আমরা আমাদের ৭৫ বছরের যাত্রা সমাপ্ত করেছি। সমস্ত ভারতীয়দের পক্ষ থেকে, আমি বাবাসাহেব আম্বেদকর এবং সংবিধান কমিটির অন্যান্য সকলকে প্রণাম জানাই।'

রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, 'আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে, ৭০ বছর অথবা তার বেশি বয়সী ছয় কোটি প্রবীণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য বীমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'এই মুহূর্তে ঐতিহাসিক মহাকুম্ভ চলছে। এটি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক জাগরণের উৎসব। ভারত ও বিশ্বের কোটি কোটি ভক্ত প্রয়াগরাজে পবিত্র স্নান করেছেন। মৌনী অমাবস্যায় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার জন্য আমি শোক প্রকাশ করছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করছি।'

এদিকে, নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়নে বিশ্বাস করে ভারত সরকার। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতির কথায়, ভারত সরকারের লক্ষ্য হল ৩ কোটি ''লক্ষপতি দিদি''। সংসদের বাজেট অধিবেশন শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। সংসদের উভয় কক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাজেট অধিবেশন।

রাষ্ট্রপতি এদিন বলেছেন, 'আমার সরকার মধ্যবিত্তের নিজস্ব বাড়ি থাকার স্বপ্ন পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'এটি সংসদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, এখন বিপুল সংখ্যক মহিলারা ফাইটার এয়ারক্রাফ চালাচ্ছেন, পুলিশে যোগ দিচ্ছেন এবং দেশের কর্পোরেটদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমাদের মেয়েরা অলিম্পিক পদক জিতে দেশকে গর্বিত করছেন।' রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, 'এখন আমাদের যুবকরা স্টার্টআপ থেকে খেলাধুলা থেকে মহাকাশ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশকে গৌরবান্বিত করছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে।'

রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'আমাদের লক্ষ্য হল ভারতকে একটি বৈশ্বিক উদ্ভাবন শক্তিশালা করা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে, ইন্ডিয়া এআই মিশন শুরু করা হয়েছে। এখন ভারত ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি প্রধান বিশ্ব খেলোয়াড় হিসাবে নিজস্ব উপস্থিতি অনুভব করছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিও ভারতের ইউপিআই লেনদেন ব্যবস্থার সাফল্যে মুগ্ধ। আমার সরকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তিকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।'

অন্যদিকে, দেশের সীমান্ত রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সংসদে এমনটাই জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারত সরকার প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার দিকেও পদক্ষেপ নিয়েছে। মেক ইন ইন্ডিয়া থেকে, আমাদের মেক ফর দ্য ওয়ার্লরে দিকে অগ্রসর হতে হবে।' রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমাদের একটাই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৫ এর বাজেট অধিবেশনে

দেশবাসীর মধ্যে নতুন আস্থা ও শক্তি সঞ্চার করবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সংসদ ভবন চত্বরে ২০২৫-এর বাজেট অধিবেশনের শুরুর দিনে সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। বিত্তদেবী লক্ষ্মীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাজেট অধিবেশনের সূচনা উপলক্ষে আজ দেবী লক্ষ্মীকে স্মরণের দিন। তিনি সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রতীক। দেশের প্রতিটি গরিব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

ভারতের সাধারণতন্ত্রের ৭৫-তম বর্ষপূর্তির কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় এর বিশেষ স্থান রয়েছে। এটি ভারতের শক্তি ও গুরুত্বের বার্তাকে তুলে ধরছে।

পর পর ৩ বার সরকার গঠনে সুযোগ দেওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃতীয়বারের সরকারের এটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। ২০৪৭ সালে, ভারত যখন ১০০-তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করবে, তখন উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্য সফল হবে বলে মন্তব্য করেন শ্রী মোদী। তিনি বলেন, এই বাজেট অধিবেশন দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকের মধ্যে নতুন আস্থা ও শক্তির সঞ্চার করবে। তাঁর সরকারের তৃতীয়বারের কার্য্যকালে ভৌগোলিক, সামাজিক বা আর্থিক দিক থেকে দেশের সর্বাত্মক বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করার বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই অধিবেশনে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক বিল ও প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে এবং এগুলি আইনে পরিণত হলে, দেশ শক্তিশালী হবে। মহিলাদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় তাঁর সরকারের অঙ্গীকারের কথা ফের জানান শ্রী মোদী। দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্কার, কার্য্য সম্পাদন এবং রূপান্তরের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন তিনি। এক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মিলিত প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। যুব শক্তির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের ২০-২৫ বছর বয়সী তরুণরা উন্নত ভারতের সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাবেন, তাঁরা তখন ৪৫-৫০ বছরে পৌঁছবেন। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনকারী তরুণদের তুলনা টেনে তিনি বলেন, সেই সময়ের তরুণদের মিলিত প্রয়াসের ফলেই স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল। একইভাবে আগামী ২৫ বছর সমৃদ্ধ ও উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে তরুণ প্রজন্ম নিজেদের উৎসর্গ করবে। এই বাজেট অধিবেশনে উন্নত ভারতের ভাবনাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সমস্ত সাংসদের কাছে আর্জি জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এটি হল তরুণ সাংসদদের কাছে এক সুবর্ণ সুযোগ। সভার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সচেতনতার মাধ্যমে তাঁরা উন্নত ভারতের সুফল লাভ করতে পারবেন।

বাজেট অধিবেশন দেশের আশা-আকাঙ্খা পূরণে সক্ষম হবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের পর এটিই প্রথম সংসদের অধিবেশন, যার সূচনার আগে কোনো বৈদেশিক শক্তির অস্থিরতা সৃষ্টির ঘটনা ঘটেনি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের সামগ্রীক উন্নয়ন তুলে ধরা হয়েছে অর্থ কমিশনের কাছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। ৮ম বেতন কমিশন বাস্তবায়ন নিয়ে কথা হয়েছে ষোড়শ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে খেটে খাওয়া মানুষ, সরকারি কর্মচারী সহ রাজ্যের সকল অংশের মানুষের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে কথা হয়েছে। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন, আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। শুক্রবার আগরতলায় সংবাদ মাধ্যমের সামনে এই তথ্য তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাছে রাজ্যের ভয়াবহ বন্যায় ১৫, ০০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি ডিএ, পরিকাঠামো উন্নয়ন করা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলা হয়েছে। আমরা আমাদের যাবতীয় বিষয়াদি তাঁদের সামনে উত্থাপন করেছি। তাঁরাও ত্রিপুরার আর্থিক শৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ে সহমত পোষণ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ৭৩ু সংরক্ষিত বনাঞ্চল রয়েছে। এজন্য এখানে সমতল ভূমি অনেকাংশে কম। এখানে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা যায় নি। এর উপর ভিত্তি করে আমাদের বিবেচনা করার জন্য বলা হয়েছে তাদের। মূলত, এটা একটা রিকমেন্ডেশন কমিটি বা এডভাইজারি কমিটি। তাঁরা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। তাঁরা সন্তুষ্ট। এদিন এডিসিতে সরাসরি অর্থ বরাদ্দ, ৮ম বেতন কমিশন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়েও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সংবাদ মাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, সরকারি কর্মচারী সহ সকল অংশের মানুষের কল্যাণের ভাবনা নিয়ে ষোড়শ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা হয়েছে। সবকা সাথ সবকা বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিকশিত ভারত গঠনে গুরুত্ব দিয়েছেন। আর আমরা ২০৪৭ এর মধ্যে বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছি। উল্লেখ্য, গত ২৯ জানুয়ারি রাজ্য সফরে আসে ষোড়শ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিদল। পরদিন অর্থাৎ গতকাল সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা সহ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য এবং প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিগণ।

২০১ জন সহকারি অধ্যাপক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। রাজ্যের কলেজগুলোতে বিভিন্ন বিভাগে ২০১ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিয়োগের করার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে টিপিএসসি।

আজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা লিখেন, রাজ্যের মহাবিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বিভাগে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের সিপিএম রাজ্য সম্পাদক হলেন জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। সিপিআই এম ত্রিপুরা পার্টির ২৪ তম রাজ্য সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে রাজ্য সম্পাদক হিসেবে আবারো নিযুক্ত হলেন বিধায়ক জীতেন্দ্র চৌধুরী।

সমাবেশ নিয়ে বিজেপির অভিযোগের পাল্টা

রাজ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর প্রমাণ দিলে দায় নেবে সিপিএম ঃ রাজ্য সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। প্রকাশ্য সমাবেশ থেকে রাজ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে থাকলে সিপিআইএম তার দায় নেবে। তাছাড়া, তার প্রমাণ দেওয়া হলে জনগনের নিকট ক্ষমাও চাওয়া হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ্য সমাবেশ নিয়ে বিজেপির অভিযোগের পাল্টা জবাব দিলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। সাথে তিনি আপামর জনগণকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে জনসমাবেশে সামিল হওয়ার জন্য ধন্যবাদও জানিয়েছেন।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, সিপিআইএমের জনসমাবেশ আটকাতে নানা ধরণের ষড়যন্ত্র হয়েছিল। তারপর ও জনগণ সব বাধা উপেক্ষা করে জনসমাবেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামিল হয়েছেন তাঁরা। আসলে ওই সম্মেলন মেহনতি এবং জনগণের সমাবেশ ছিল। তাঁর কথায়, গত ৭ বছর যাবৎ বিজেপির দ্বারা যাঁরা অত্যাচার এবং বঞ্চনার শিকার হয়েছেন তাঁরাই আজ সিপিআইএমের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

এদিন তিনি অভিযোগ করেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকার খাদ্যশস্যে স্বয়ংভর করার কাজ করছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। উন্নতমানের বীজ, আধুনিক কৃষি যপাতি ও বিজ্ঞানভিত্তিক চাষের মাধ্যমে কম জমিতে বেশি ফসল ফলানোর জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কাজ করছে। আজ বামুটিয়া ব্লকের কালিবাজারে ২টি এগ্রি মার্কেটের উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। ২টি এগ্রি মার্কেট নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। সব্জি বাজারের উদ্বোধন করে কৃষিমী আরও বলেন, বর্তমান সরকার গ্রাম, কৃষক ও গরীব অংশের মানুষের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কৃষকরা হলেন দেশের মেরুদণ্ড। তারা আমাদের অন্নদাতা। প্রধানমী নরেন্দ্র মোদি কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজ্য সরকার খাদ্য শস্যে স্বয়ংম্ভর ত্রিপুরা গড়ার জন্য কাজ করছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিনহা, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্যা খুশবু দেববর্মা, সমাজসেবী শিবেন্দ্র দাস, সমাজসেবী প্রকাশ দাস প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দায়িত্বে গাফিলতি তিন শিক্ষিকাকে সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর চম্পকনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষিকাকে দায়িত্ব পালনে গুরুতর অবহেলার জন্য সাসপেন্ড করেছে। এই তিন শিক্ষিকারা হলেন গৌরী মজুমদার, রূপা দেবনাথ এবং কুমকুম দাস। এরা তিনজনই স্নাতক শিক্ষিকা। তাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেলাঘরের শিক্ষিকার রহস্য মৃত্যু

মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ মৃতার পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। মেলাঘরের শিক্ষিকা হৈমন্তী সিংহ বর্মন হত্যার মামলার সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের নিকট দারস্থ হয়েছেন মৃতার দুই শিশু সন্তান সহ পরিবারের সদস্যরা। মৃতার পরিবারের দাবি,অভিযুক্ত স্বামী মৃণাল কান্তি বর্মনকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হোক।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মেলাঘরের বাসিন্দা তথা শিক্ষিকা হৈমন্তী সিংহ বর্মনের রহস্যজনকভবাে মৃত্যু হয়েছিল। তার স্বামী মৃণাল কান্তি বর্মনও পেশায় শিক্ষক।

মৃতার সন্তান এবং তার বোনের অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির লোকজন মিলেই আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে শিক্ষিকাকে। তাই তারা চার জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন।

পুলিশ কেবলমাত্র একজনকে গ্রেফতার করেছে। মূল অভিযুক্ত তথা মৃতার স্বামী এখনও গ্রেফতার হয়নি। মেলাঘর থানার পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট পরিজনরা এদিন মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ জমা করেছেন। তাদের সাথে ছিল মৃতার কিশোরী মেয়ে এবং শিশুপুত্র।

সাব্রুমে আবারো দেবালয়ে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। দেবালয় থেকে বারবার চুরির ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নেশাগ্রস্ত যুবকদের দৌরাত্ম্যই এসব ঘটনার মূল কারণ।গতকাল রাতে শহরের অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সাব্রুমের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে চুরি যায় বিভিন্ন মূল্যবান উপকরণ, যার মধ্যে ছিল মৃদঙ্গ, হারমোনিয়াম, কাঁসার ঘন্টা, গীতা, ভাগবতসহ অন্যান্য সামগ্রী। এই ঘটনার পর স্থানীয়দের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং
১৮ মাঘ, শনিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

দারিদ্র-অপুষ্টি- অশনি সংকেত

কান পাতিলেই শোনা যায়, ইন্ডিয়া 'ডিজিটাল' হইতেছে। দেশ প্রযুক্তিতে দারুণ উন্নতি করিতেছে। কৃষি, শিল্প সব ক্ষেত্রেই উন্নত প্রযুক্তি আসিতছে, ফসল উৎপাদনের নিত্য নতুন পদ্ধতিও আবিষ্কার হইতেছে। কম সময়ে বেশি উৎপাদন করারও নানা উপায় আসিয়াছে। অথচ দারিদ্র-অপুষ্টি-অনাহার বাড়িতেছে। ক্রমশ ক্ষুধাতালিকায় নিচের দিকে নামিতেছে দেশ। এমনকি শিশুরাও প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবারটুকু পাইতেছে না। বাড়িতেছে শিশুমৃত্যুর হার, শিশুর অপুষ্টি। এসব কেন ঘটিতেছে, প্রশ্ন তুলিলেই এক দল ধুরন্ধর বলেন, আরে মশাই ওসব বলে লাভ নাই। পপুলেশন না কমিলে কিছুই করা যাইবে না। এত মানুষ যাইবে কোথায়, এতজনের খাবার, চাকরি জোগাইবে কে? তাঁহাদের মতে, জনসংখ্যাই হইতেছে যত নষ্টের গোড়া। সমাজের যাবতীয় সংকট, বেকারি, অপুষ্টি ইত্যাদির জন্য দায়ী নাকি ওই 'পপুলেশন'। তাহাদের মতে, জনসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বলিয়াই সবার খাদ্য মিলিতেছে না, সবার কাজ জুটিতেছে না।গভীরে ভাবিলে বোঝা যায়, এই প্রচার কতখানি ফাঁপা। সত্যিই কি সবার জন্য খাদ্য নাই? বাজারে, শপিং মলে গেলে থরে থরে সাজানো খাদ্যপণ্য। বাজারে খাবারের অভাব কি আদৌ দেখা যায়? এ ছাড়া অপুষ্টিতে ভুগছে কাহারা? কখনও শোনা গেছে, আম্বানি-আদানির মতো শিল্পপতি বা তাহাদের পরিবারের কারও খাবার বা কাজ বা অন্য কোনও কিছুর অভাব হইয়াছে? এ সমাজে একটা ছোট শিশুও জানে, যত অনাহার ,যত বেকারি ,যত অভাব-অনটন সব শুধু নিচের তলার খাটিয়া খাওয়া মানুষের জন্য। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের দুর্দশা যতই বাড়িতেছে, মুষ্টিমেয় এক শ্রেণির সম্পদও ততই ফুলিয়া ফাপিয়া উঠিতেছে।বিগত দুই বছরের করোনা অতিমারির কথাই যদি ধরি, আমাদের দেশে হঠাৎ ঘোষিত লকডাউনে যখন গোটা দেশের পরিবহন অবরুদ্ধ, পরিযায়ী শ্রমিকরা মাইলের পর মাইল হাটিয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন, পথশ্রমে অনাহারে অসুস্থতায় মারা যাইতেছেন, লক্ষ মানুষের কাজ চলিয়া যাইতেছে, হাসপাতালের বেডে অক্সিজেনের অভাবে মানুষ ছটফট করিতে করিতে মারা যাইতেছে।সেই সময়ই কিন্তু আম্বানি আদানি সহ দেশের বড় বড় শিল্পপতিরা একশো গুণ দুশো গুণ মুনাফা বাড়াইয়াছেন। বিশ্বের ধনকুবেরদের তালিকায় ভারতের অনেক পুঁজিমালিক নতুন করিয়া স্থান পাইয়াছে। গোটা দেশের টালমাটাল অর্থনীতির আঁচটুকুও তাহাদের গায়ে লাগেনি। সুতরাং, দেশে সম্পদ নাই, খাদ্য নাই এমন নয়। টন টন খাবার গুদামে পচিয়া নষ্ট হইতেছে। দাম না পাইয়া অসহায় চাষিরা নিজের শ্রম নিংড়ে ফলানো ফসল জ্বালাইয়া দিতেছে। তাহা সত্ত্বেও দারিদ্র-অভাব এর কথা উঠিলেই জনসংখ্যা কমানোর প্রশ্ন তোলা হয় কেন?আসলে এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের অনেকেরই এটা নিজস্ব মত নয়। বাজারচলতি মিডিয়া, ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপের মতো মাধ্যম মূলত এমনটাই প্রচার করিয়া থাকে। এমনকি স্কুল-কলেজের বইতেও দারিদ্রের কারণ হিসাবে 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি'কেই একটা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে দেখানো হয়। এর তীব্রতা বোঝাইতে কেতাবি নাম দেওয়া হয় 'জনবিস্ফোরণ'। প্রচার এমনভাবে চলে যে, বেশিরভাগ মানুষেরই তলিয়ে ভাবা বা তথ্য-পরিসংখ্যান মিলাইয়া দেখিবার কথা মনে থাকে না। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেশিরভাগ দেশের সরকার-প্রশাসন এবং তাদের টাকায় চলা নানা প্রতিষ্ঠান এই প্রচারে একেবারে সামনের সারিতে থাকে। আমাদের দেশেও যে সরকারই ক্ষমতায় থাক, তাহারা মাঝে মাঝেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়া ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। সাধারণ মানুষের ভোটে জিতিয়া ক্ষমতায় বসা সরকারগুলোর মানুষের প্রতি দায়িত্ব, নাগরিকের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এর অধিকার সব পিছনে চলিয়া যায়, সামনে আসে শুধু ওই জনসংখ্যা। ভাবখানা এমন, যেন মানুষ হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াই এই সাধারণ মানুষগুলো মহা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে, প্রবল সদিচ্ছা সত্বেও এতগুলো মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে অপারগ হইতেছে।

আর জি কর মামলায় চার্জগঠন প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়াতে হাই কোর্টের দ্বারস্থ সন্দীপ

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): আর জি কর মেডিকেল কলেজে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় চার্জগঠন প্রক্রিয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করতে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। তাঁর আর্জি, হাই কোর্ট সাতদিনের মধ্যে যে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল, তা পুনর্বিবেচনা করা হোক। শুক্রবার ওই বিষয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সন্দীপবাবু এবং আর এক অভিযুক্ত আশিস পাণ্ডের আইনজীবী।

শুক্রবারের শুনানিতে বিচারপতি ঘোষের মন্তব্য, "ওই দুর্নীতি মামলার বিচারে প্রক্রিয়াগত দেরি হচ্ছিল। গত বছর নভেম্বরে চার্জশিট দেওয়ার পরেও বিচার ঢিমেতালে চলছিল। তার জন্য কে দায়ী, সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। সেই কারণেই এই আদালত সাত দিনের মধ্যে বিচার শুরুর নির্দেশ দিয়েছিল।"

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতি ঘোষের এজলাসে আর জি কর দুর্নীতি মামলার তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই জানিয়েছিল, শীঘ্রই বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে। তাদের বক্তব্য শুনে বিচারপতি ঘোষ সাতদিনের মধ্যে চার্জ গঠন করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর পরেই পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছেন সন্দীপেরা।

রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে সোনিয়ার মন্তব্যে বিতর্ক, তোপ রিজিজু-সহ বিজেপি নেতৃবৃন্দের

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। রাষ্ট্রপতির ভাষণের সমালোচনা করে তিনি তাঁকে "বেচারা লেডি" বলে কটাক্ষ করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয়ে সোনিয়া গান্ধীকে প্রশ্ন করা হলে, শুরুতে তিনি সরাসরি কিছু বলেননি। তবে, সনিয়া ও রাহুল গান্ধীকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দেখা যায়। এরপর, রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে সোনিয়া বলেন, "এগুলো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি"। এরপর রাহুল গান্ধী বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণ একঘেয়ে ছিল। তখন সোনিয়া গান্ধী বলেন, "বেচারা মহিলা... রাষ্ট্রপতিজি শেষের দিকে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।"

রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে সোনিয়ার এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে বিজেপি। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, 'সোনিয়া গান্ধী ও অন্যান্য বিরোধী নেতাদের মন্তব্যের নিন্দা করছি। আমাদের রাষ্ট্রপতি, একজন আদিবাসী মহিলা, দুর্বল নন। দ্রৌপদী মুর্মু দেশ ও সমাজের জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন এবং তিনি যে ধরনের কাজ করেছেন তা তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না। তাঁদের রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র বলেছেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে একটি অনুপযুক্ত মন্তব্য করেছেন। তিনি তাঁকে "বেচারি" বলে অভিহিত করেছেন। রাষ্ট্রপতি কখনও "বেচারি" হতে পারেন না। তিনি ক্ষমতাবান এবং সক্ষম। রাহুল গান্ধীই দেশের একমাত্র "বেচারা"।

গান্ধীকে আমরা কোনোদিন বুঝতে চেষ্টা করিনি

প্রবীর মজুমদার

১৯৪৭ সালের ১০ আগস্ট, দেশ স্বাধীন হওয়ার দিন পাঁচেক আগে, অর্থাৎ মৃত্যুর মাস পাঁচেক আগে মহাত্মা গান্ধী "হরিজন" পত্রিকায় লিখছেন 'সনাতন হিন্দু ধর্ম কূপমণ্ডুক নয়, তার বিস্তার কি সাগরের মত। যে নামেই ডাকা হোক সে এর সকল মানবজাতির সম্পদ।' গান্ধী একথা ? বলেছেন যখন দেশ ঘৃণা ও বিদ্বেষে ভেঙে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে।

তিন দশক আগে সগর্বে নিজেদের "হিন্দু" বলে বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছিল। হিন্দু শব্দটি নিয়ে পরবর্তীকালে খানিক সমস্যায় পড়ে "সনাতন ধর্ম" নামক একটি শব্দ উত্থাপন করা হল। আসলে হিন্দু ঠিক কী বা কারা এ নিয়ে সমাজে বিতর্ক আছে। "হিন্দু" শব্দটি যে হাজার হাজার বছরের রি পুরাতন তা নয়। ৫১৫ খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ পারস্যের রাজা দরায়ুস সিন্ধু উপত্যকাকে নিজের সাম্রাজ্যে যুক্ত করলে সিন্ধু শব্দটি ফার্সি ভাষায় হিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, মোগল আমলে সেই স্থানটি হয়ে গিয়েছিল হিন্দুস্তান। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু শব্দটি অন্যদের থেকে অর্থাৎ মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি থেকে তফাত করার জন্য ব্যবহার করা দূর হয়েছে। বৃহত্তর অর্থে এই হিন্দুর মধ্যেই ভয় বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদিকে ভরে দেওয়ার চেষ্টাও য়ে হয়েছে। ইতিমধ্যে সমাজে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে ঢেউ উঠেছে। হিন্দু বর্ণ ব্যবস্থার প্রধান বিরোধী ভীমরাও আম্বেদকর হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ । করেছেন এবং স্পষ্ট বলেছেন, যে এটি এর হিন্দুধর্মের কোন উপশাখা নয়। পরবর্তীকালে দ্রুত নব্য বৌদ্ধরা বৌদ্ধধর্মকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি য়ে দর্শন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ফলে যাঁরা হিন্দুধর্ম নিয়ে গর্বিত হচ্ছিলেন, তাঁদের নতুন রং একটি নাম আমদানি করতে হয়েছে, সেটি হল সনাতন ধর্ম।

গান্ধীর দর্শন, সত্য এবং অহিংসা যার এর ভিত্তি, তার সাথে কোনো ধর্মমতের এক সংঘাতের অবকাশ নেই। হিন্দুধর্মের প্রবল ব্যাপ্তি এবং ধারণক্ষমতা, যা শক হুন দল পাঠান মোগলকে এক দেহে নিতে পারে, হয়ত বা তা খণ্ডন করতেই উগ্র জাতীয়তাবাদী সহিংস বিদ্বেষমূলক সীমায়িত ধর্ম হিসাবে সনাতন ধর্মকে তুলে ধরার প্রয়াস চালাচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা। এটি এক ধরনের বিবর্তন। গান্ধী এখানেও বিপ্রতীপে।

সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি হল বর্ণব্যবস্থা এবং এই বর্ণব্যবস্থার প্রতি সমর্থনের কারণে রা গান্ধী তাঁর মহত্ত্ব সত্ত্বেও বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছেন তাঁর সময়ে এবং আধুনিককালেও। বর্ণাশ্রমের শ্রমবিভাগকে তিনি অস্বীকার করেননি, তার পক্ষে কথা বলেছেন। এই শ্রমবিভাগকে আম্বেদকর বলেছেন শ্রমিকের বিভাগ, যা জন্ম থেকে নির্ধারিত। মোহনদাস করমচাঁদের জন্ম হয়েছিল অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু একটি পরিবারে। পরম বৈষ্ণব হলেও - সেখানে জাতপাত মানা হত, অস্পৃশ্যতাও ছিল।

তিনি ধার্মিক রক্ষণশীল এবং সামাজিক ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তার বিরোধী ছিলেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দু-চার কথা বললেও জাতপাতের

সঙ্গে প্রায় আপসই করে গেছেন সারাজীবন। মননের গভীরে তিনি বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির ঘোর বিরোধী। পরবর্তীকালে তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত হয়েছিল অস্পৃশ্যতা ধ্বংস করা। সবর্ণদের মধ্য থেকে গান্ধীর মত এমন প্রবল উদ্যোগ আর কেউ নিয়েছেন বলে জানা যায় না। গান্ধীর কারণে উচ্চবর্ণীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ একরকম বাধ্য হতেন শহরের প্রান্তে থাকা হরিজন বস্তিতে আসতে। আমরা জানি, তাঁর আশ্রমে এই জাতপাত ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে, এমনকি নিজের পরিবারের বিরুদ্ধেও। সেই গল্পটি আমরা শুনেছি, যেখানে আশ্রমের মানুষজন গান্ধীকে বলেছিলেন অস্পৃশ্য পরিবেশকের কাছ থেকে তাঁরা অন্ন গ্রহণ করতে অপারগ। গান্ধী সেই পরিবেশককে সরিয়ে দেন। পরেরদিন তাকে দেখতে না পেয়ে খুশি হওয়া আশ্রমিকরা জানতে চেয়েছিলেন সে কোথায় গেল। গান্ধী তখন উত্তর দিয়েছিলেন, এখন থেকে পরিবেশন না করে সে রান্না করবে। এই জোর দেখানো গান্ধীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। সকলেরই স্মরণে আছে, শান্তিনিকেতনেও ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের খাওয়ার ব্যবস্থা পৃথক ছিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শিক্ষকরা ব্রাহ্মণ ছাত্রদের সঙ্গে আলাদা বসে খেতেন। রবীন্দ্রনাথ যুক্তি দিয়ে এই অভ্যাস খণ্ডন করতে পারেননি। খিলাফত আন্দোলনের সময় গান্ধী যখন আলি ভাইদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন এবং দুই ভাইকে পাশে বসিয়ে সবার সাথে পংক্তিভোজন করলেন, তখন এক লহমায় এই ভেদাভেদ দূর হয়ে গেল। গান্ধীর সনাতন হিন্দুধর্ম ঐতিহাসিক নয়, গান্ধী হিন্দুধর্মের অস্পৃশ্যতার ইতিহাসকে অস্বীকার করেছেন। সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে রাজনীতির মিশেলের অন্যতম কর্তা দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা বিনায়ক দামোদর সাভারকর। গান্ধীর কঠোর সমালোচক। অনেকের মতে গান্ধীভাবনার আকর পুস্তক "হিন্দ স্বরাজ"-এ যে দুজনের কথোপকথনের মাধ্যমে গান্ধীর মতাদর্শ উঠে আসছে, তার একজন সাভারকর। গান্ধীর সাথে তাঁর অবস্থান দ্বান্দ্বিক। গীতা সাভারকরের কাছে ধর্মযুদ্ধের উদগাতা, যেখানে হিংসায় কোনো দোষ নেই, বরং তা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গান্ধী গীতার দ্বন্দ্বকে দেখেন মানসিক স্তরে, শুভ-অশুভের দোলাচলে। কোনো অবস্থাতেই গান্ধী কাউকে আঘাত করবেন না। সাভারকর এই চূড়ান্ত অহিংসার বিরোধী। ভারতের ইতিহাসে সাভারকরের কাছে গৌরবের অধ্যায় সেই অংশগুলি, যেখানে হিন্দু রাজারা শক্তি প্রয়োগ করে "বিদেশী"-দের ঠেকিয়েছে। এই সনাতন হিন্দুধর্মে বিধর্মীর বিরুদ্ধে হিংসায় উন্মত্ত হওয়ায় দোষ নেই। তাই সাভারকরের ভারতীয় ইতিহাসে বহিরাগত না হয়েও মহামতি অশোকের স্থান নেই। তিনি পুষ্যমিত্র শুঙ্গের বৌদ্ধবিদ্বেষের পক্ষে, কারণ বৌদ্ধ রাজা রাষ্ট্র পরিচালনায় অযোগ্য। অশোকের বৌদ্ধধর্ম তাঁর মতে রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর, কারণ অহিংসার প্রচার সকলকে শক্তিহীন করে দেয়। ১৯৪০ সালে হিন্দু মহাসভার মাদুরাই অধিবেশনে সাভারকর বলছেন, সত্যাগ্রহ নৈতিকভাবেও সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ জীবন বিপন্ন হলে অহিংসা নিরর্থক। আপেক্ষিক অহিংসার হয়ত গুণ আছে, কিন্তু চূড়ান্ত অহিংসা অপরাধ। তাই হিন্দুদের অস্ত্রশিক্ষা প্রয়োজন। গান্ধীর অহিংসা কি চূড়ান্ত? হয়ত সেটাই চাওয়া, কিন্তু গান্ধী বলেছেন দুর্বলতা ও হিংসার মধ্যে হিংসাকেই হয়ত শেষ পর্যন্ত বাছতে হয়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই গান্ধী হিংসাকে লালন করেন না। হিংস্র হওয়ার তালিম দিতে বলেন না।

আজ ২০২৪ সালে সেই তাঁকে সামনে রেখেই সারা ভারতের প্রগতিপন্থী মানুষ এবং সংগঠন ধর্মীয় কট্টরতা, ঘৃণাবিদ্বেষ, জাতিবাদের ভয়ঙ্কর মশলা, দেশজোড়া নারী নির্যাতনের মাতন, ধর্ষকদের গৈরিক নৃত্যনাট্য, এবং আদানি আম্বানিদের চুরি জোচ্চুরি ডাকাতির বিরুদ্ধে লড়াইতে নামছে। রাজ্যে রাজ্যে। কেননা, নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির দল ও শাসন এই জায়গায় আজকে দেশকে এনে দাঁড় করিয়েছে। এরা দেখাচ্ছে, কর্পোরেট বানিয়ারাজ এবং ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের প্রয়োজনে আরও কত পেছনে, আরও কত অন্ধকারে দেশকে টেনে নামানো যায়।

যে গান্ধীকে গডসে এবং আরএসএস হিন্দুদের এক নম্বর শত্রু বলে দাগিয়ে দেন, সেই গান্ধী কিন্তু আজীবন হিন্দুসমাজে প্রোথিত থেকেছেন, নিজে ধর্মভীরু থেকেছেন, নিজেকে বার বার সনাতন হিন্দুত্বে বিশ্বাসী বলেছেন। এত বেশি বলেছেন যে, দীর্ঘ সময় ধরে তথাকথিত সেকুলার মানুষরা যাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতা, চিন্তাবিদ বা. ইতিহাসবিদরা আছেন, এক দিকে লিবারালরা, অন্য দিকে মার্কবাদীরা আছেন- এঁরা সবাই গান্ধীর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে চেয়েছেন। তাঁদের চোখে গান্ধী "বড় বেশি রকম হিন্দু"।

শুভের জন্য ধর্ম, আর ভক্তির জন্য ধর্ম, এই সীমারেখাটা গান্ধী নিজে বুঝতে পারতেন, কিন্তু সাধারণ ভাবে সব মানুষের কি পারার কথা সেটা? এ দেশের বিস্তৃত ধর্মমূর্ছিত সমাজে রামরাজ্য থেকে রামযাত্রা, সব তো একমাত্রিক অর্থেই বোঝা হয়। আর তাই গান্ধী রামভক্ত কি না, হলে কেমন ধরনের, সব গুলিয়ে দেওয়া হয়। যে সুক্ষ্মতার সঙ্গে তিনি হিন্দু, সনাতন, রাম এই সব ভাবনা বুঝতেন, আমজনতা তা পারে না, পারতে চায় না। তাই তাঁর কাজের বহিরঙ্গটিই জনচক্ষে ধরা পড়ে, অন্তরঙ্গ ভাবনা যায় হারিয়ে। এমনই হারিয়ে যায় যে, তাঁকেই শত্রু বানিয়ে হত্যা করা যায়।

গান্ধীকে আমরা কোনদিন বুঝতে চেষ্টা করিনি। জাতির জনক বলে পুজো করেছি নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি কী চেয়েছেন আমাদের কাছে। এই জরাজীর্ণ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়েছেন। মানুষের মনের পরিবর্তন চেয়েছেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে হিংসার নৈরাজ্যের প্রাণহীন প্রতিযোগিতার অবসান চেয়েছেন। ধনীর ধনের অহঙ্কারের অবসান চেয়েছেন। উৎপাদনের কথা উঠলেই সমবন্টনের প্রস্তাব করেছেন। ধর্মের প্রশ্ন উঠলে সত্য তাঁর একমাত্র ঈশ্বর বার বার ঘোষণা করেছেন। যে ধর্মে মানুষের কল্যাণ নেই সে ধর্ম তাঁর হতে পারে না। শিক্ষার কথা উঠলেই "জাতীয় শিক্ষা" তিনি চেয়েছেন। বিদেশী সংস্কৃতি নির্ভর ইংরেজি শিক্ষা আমাদের কোন হিতসাধন করতে পারে না। এই ছিল গান্ধীর আজীবনের বিশ্বাস।

তাঁর সৌভাগ্যই বলতে হবে, জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করা সত্ত্বেও তিনি যে মনের গভীরে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী ছিলেন না, হিন্দুত্ববাদী ঘাতকদের হাতে নৃশংস মৃত্যুতে সেটা প্রমাণ করার সুযোগ পেলেন। সামনে থেকে দামোদরদাস-পূজ্য নাথুরাম আর গোপাল গডসে এবং পেছন থেকে দামোদরদাসের চিন্তাগুরু সাভারকর মিলেমিশে মোহনদাসকে শুধুই মারেনি, তাঁর সম্মানকে বাঁচিয়েও দিয়েছে।

রামচন্দ্র গুহ তাঁর গান্ধী জীবনীতে এক আশ্চর্য ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। গান্ধীহত্যার কিছুদিন পরে দক্ষিণ ভারতের অপেক্ষাকৃত ছোট একটি শহরে তাঁর স্মরণসভায় মুসলিম লীগের একজন বলেছিলেন 'মহাত্মা গান্ধী বিংশ শতাব্দীর খ্রিস্ট, যিনি আমাদের মত মুসলমানের জন্য প্রাণ দিলেন।' এই সেই সনাতন ধর্ম যেখানে সত্যই ঈশ্বর এবং অহিংসা পর্বতের মত শাশ্বত। গান্ধীর গোটা। জীবন জুড়ে সেই সম্পদ পরিলক্ষিত। তার নাম ভালবাসা। আজকের ভারতে বুলডোজার চালিয়েও তাঁকে যে শেষপর্যন্ত ধ্বংস করা যাচ্ছে না, তার কারণ তিনিই সনাতন।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

কঙ্গনার 'ইমার্জেন্সি' ছবিটি ঘিরে ব্রিটেন থেকে বাংলাদেশে বিতর্ক কেন ?

শুভজ্যোতি ঘোষ

ভারতে বলিউডের একটি বাণিজ্যিক সিনেমাকে ঘিরে বিশ্বের অন্তত দুই প্রান্তে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে — তাও আবার আলাদা আলাদা কারণে — এমন ঘটনা শেষ কবে ঘটেছে বলা মুশকিল। বিজেপি এমপি তথা বলিউড তারকা কঙ্গনা রানাওয়াতের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি "ইমার্জেন্সি" কিন্তু আপাতত সেই বিরল "কৃতিত্বে"রই দাবিদার! "ইমার্জেন্সি" হল আসলে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একটি আংশিক বায়োপিক, যা তৈরি হয়েছে ১৯৭৫ সালে দেশে তার জারি করা জরুরি অবস্থা বা ইমার্জেন্সির পটভূমিতে। ছবিটির কাহিনিকার, পরিচালক ও অন্যতম প্রযোজক কঙ্গনা রানাওয়াত নিজেই। ছবিতে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন তিনি। তবে ইমার্জেন্সি ছাড়াও এই 'পলিটিক্যাল ড্রামা'তে ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের আরও বহু ঘটনাই চিত্রায়িত হয়েছে, যার মধ্যে তার প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে ঘটা ১৯৭১-র যুদ্ধ কিংবা ১৯৮৪-তে স্বর্ণমন্দিরে ভারতীয় সেনার "অপারেশন ব্লু স্টারে"র প্রসঙ্গও এসেছে। ছবিটিকে ঘিরে আন্তর্জাতিক স্তরে বিতর্কের সূত্রপাতও সেখানেই। দেশের ভিতরেও এই ছবিটিকে নিয়ে নানা রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে এবং সে কারণে ছবিটির মুক্তিও বারবার বিলম্বিত হয়েছে, তবে সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। ব্রিটেনের বিভিন্ন শিখ গোষ্ঠী দাবি করছে, এই ছবিতে খালিস্তানি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নায়ক জার্নৈইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের মুখে এমন সংলাপ বসানো হয়েছে, যা তিনি কখনও বলেনইনি। ব্রিটেনের বিভিন্ন সিনেমা হলে "ইমার্জেন্সি" ছবির স্ক্রিনিং-য়ের বিরুদ্ধে এই গোষ্ঠীগুলো তীব্র বিক্ষোভ দেখিয়েছে — অন্তত দু'টি সিনেমা হল চেইন তাদের দাবির মুখে ছবিটি প্রত্যাহার করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্রিটেনের একজন প্রভাবশালী এমপি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন, ভারত সরকারও আনুষ্ঠানিকভাবে বলেছে যে এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার লঙ্ঘন। বাংলাদেশে এই ছবিটিকে নিয়ে বিতর্কের কারণও সিনেমায় শেখ মুজিবর রহমানের মুখে কিছু "বিতর্কিত" সংলাপ। বাংলাদেশে যদিও "ইমার্জেন্সি" বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পায়নি, তারপরও ছবিতে শেখ মুজিবকে চিত্রায়িত করা হয়েছে এমন কিছু অংশের ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে এবং সেখানেও অনেকেই তা নিয়ে তর্কবিতর্কে মেতেছেন। তবে "ইমার্জেন্সি" নিয়ে বাংলাদেশে যাবতীয় বিতর্ক অবশ্য এখনও সোশ্যাল মিডিয়াতেই সীমাবদ্ধ, ব্রিটেনের মতো তা রাস্তায় নামেনি। কিন্তু "ইমার্জেন্সি" ছবিতে শেখ মুজিবুর রহমান বা জার্নৈইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের মুখে ঠিক কী শোনা গেছে — যা নিয়ে এই বিতর্কের অবতারণা? মুজিবের কণ্ঠে ভারতমাতার বন্দনা "ইমার্জেন্সি" ছবিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কলকাতার অভিনেতা ঋষি কৌশিক। সিনেমার একটি অংশে নদীর ধারে বিরাট জনতার সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে তাকে বলতে শোনা যায়, 'ভারতমাতা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছেন।' 'আজ আমরা শপথ নিচ্ছি, যতদিন এখানে ব্রহ্মপুত্রের পানি বইবে, যতদিন আমরা বাংলা বলব, ততদিন আমরা ভারতমাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে যাব।' তার পরেই সিনেমায় তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশে বলেন, এত জোরে আপনারা ইন্দিরা গান্ধীর নামে জয়ধ্বনি দিন, যাতে তার রেশ দিল্লি পর্যন্ত শোনা যায়!' 'জয় মা ইন্দিরা, জয় বাংলা' স্লোগানে এরপর মুখরিত হয়ে ওঠে ব্রহ্মপুত্রর তীর। একাত্তরে যে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টি — ভারত তাতে কতটা কৃতিত্ব দাবি করতে পারে, অথবা একাত্তরকে একটি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা কতটা সঙ্গত — সেটি বাংলাদেশে যথারীতি একটি স্পর্শকাতর বিতর্কের ইস্যু। বিবিসি বাংলার খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল অনুসরণ করুন। সেই জায়গায় যদি একটি ভারতীয় সিনেমায় শেখ মুজিবকেও বলতে শোনা যায় "ভারতমাতা আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছেন" — তাহলে বাংলাদেশে তার সামাজিক বা রাজনৈতিক অভিঘাত সুতীব্র হতে বাধ্য। ইমার্জেন্সিতে শেখ মুজিবের সেই বক্তব্যের ক্লিপ বাংলাদেশে ভাইরাল হতেই সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রতিক্রিয়াতেও সেটা স্পষ্ট। সোয়েব মাহমুদ নামে একজন ফেসবুক ব্যবহারকারী ওই ভিডিও ক্লিপ পোস্ট করে যেমন লিখেছেন, 'প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রোপাগাণ্ডার সিনেমা-ইমার্জেন্সি-তে শেখ মুজিব। পলাতক লীগের ইতিহাসবিদদের মন্তব্য আশা করছি।' একই ভিডিও পোস্ট করে এম এইচ রনির মন্তব্য, 'কঙ্গনা তার ইমার্জেন্সি মুভিতে শেখ মুজিবকে এত অপদস্থ করলো কিন্তু এটা নিয়ে জাতির আব্বার একনিষ্ঠ সন্তানদের প্রতিবাদ করতে দেখলাম না।' ছবিটিতে ১৯৭৫র ১৫ই আগস্ট (ভারতে তখন জরুরি অবস্থা চলছে) শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের যে রেফারেন্স এসেছে, সেই প্রসঙ্গে সাইফুল ইসলাম নামে আরেকজন লিখেছেন, 'ইমার্জেন্সি মুভিতে শেখ মুজিবকে যেভাবে উপস্থাপন করেছে এইটা শেখ মুজিবের সাথে বিগেস্ট মকারি (প্রহসন)। শেখ মুজিবের হত্যাকারী পর্যন্ত কোনও দিন বলে নাই যে পলাইতে গিয়া গুলি খাইছে।' 'অথচ লীগের বন্ধু বিজেপির কর্মী কঙ্গনা রানাওয়াত দিদির ইমার্জেন্সি মুভিতে দেখাইছে কাপুরুষের মত মুজিব দৌড়াতে গিয়ে গুলি খাইছে!' প্যারিসে বসবাসকারী বাংলাদেশি রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্ট পিনাকী ভট্টাচার্য তার ইউটিউব চ্যানেলে ইমার্জেন্সি ছবির ওই ক্লিপটি দেখিয়ে বলেছেন, 'এটা যে কত বড় ড্যামেজিং (ক্ষতিকর) ইন্ডিয়ার জন্য এবং মুজিবের জন্যও - এটা বোঝার মতো বুদ্ধিও ইন্ডিয়ার নাই!' বলিউডে এর আগের আরও অনেক ছবির মতো "ইমার্জেন্সি"ও যে একাত্তর নিয়ে ইতিহাস চেতনা এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশের সংবেদনশীলতার কোনও ধার ধারেনি — তা বোধহয় এই সব প্রতিক্রিয়া থেকেই পরিষ্কার। "আপনার দল ভোট চায়, আমরা চাই খালিস্তান" "খালিস্তান-পন্থী বিভিন্ন শক্তি" যেভাবে যুক্তরাজ্যে "ইমার্জেন্সি" ছবির স্ক্রিনিংয়ে বাধা দিচ্ছে, গত শুক্রবার (২৪ জানুয়ারি) ভারত সরকার সেই ঘটনায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ভারত আশা করবে এই সব ঘটনার জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 'ভারত-বিরোধী শক্তিগুলোর এই ধরনের সহিংস প্রতিবাদ বা ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাগুলোর ব্যাপারে আমরা সব সময় যুক্তরাজ্য কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের উদ্বেগ জানিয়ে থাকি', বলেন মি জয়সওয়াল। তিনি আরও বলেন, 'মত ও বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা কখনও "সিলেক্টিভ" (বাছাই করে প্রয়োগ) হতে পারে না। ফলে যারা এই (সিনেমাটির প্রদর্শনে) বাধা দিচ্ছে, আশা করব যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' এর আগে বেশ কয়েকটি ব্রিটিশ শিখ গোষ্ঠী এই "ইমার্জেন্সি" ছবিটি সে দেশের সিনেমা হলগুলোতে দেখানোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে আসছিল। সোশ্যাল মিডিয়াতেও তারা এই ছবিটির বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন চালায়। শিখ প্রেস অ্যাসোসিয়েশন যেমন বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করে, কঙ্গনা রানাওয়াতের "ইমার্জেন্সি" একটি "অ্যান্টি-শিখ" ছবি। তাদের হুমকির মুখে ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস অঞ্চলের দু'টি বড় শহর- বার্মিংহাম ও উলভারহ্যাম্পটনে ছবিটির স্ক্রিনিং বাতিল করতে হয়। "ইনসাইট ইউকে" নামে ব্রিটেনের একটি কমিউনিটি চ্যানেলের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা ভিডিওতেও দেখা যায়, মুখোশ-পরা বিক্ষোভকারীরা লন্ডনের একটি সিনেমা হলে ইমার্জেন্সি ছবিটির প্রদর্শনে বাধা দিচ্ছে ও ভাঙচুর চালাচ্ছে। এই ছবিটির বিরুদ্ধে শিখ গোষ্ঠীগুলির মূল অভিযোগ, এটিতে খালিস্তানপন্থী নেতা জার্নৈইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালেকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। গত বছর যখন "ইমার্জেন্সি"র ট্রেলার মুক্তি পায়, তখনই সেটিতে সিনেমার ভিন্দ্রানওয়ালেকে ইন্দিরা গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'আপনার দল ভোট চায়, আমরা চাই খালিস্তান।' আপাতদৃষ্টিতে ছবির এই সংলাপটিই শিখ গোষ্ঠীগুলোকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে, কারণ তাদের বক্তব্য ভিন্দ্রানওয়ালে তারা সারা জীবনে কখনও এমন দাবি জানাননি। এদিকে যুক্তরাজ্যের একজন কনজার্ভেটিভ পার্টির এমপি বব ব্ল্যাকম্যানও সে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে অভিযোগ করেছেন, তার কেন্দ্রের কয়েকজন ভোটারকে সিনেমা হলে এই ছবিটি দেখার সময় "মুখোশধারী প্রতিবাদকারী"রা হুমকি দিয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসে সম্প্রতি প্রজাতন্ত্র দিবসে ত্রিপুরা ট্যাবলুর পুরস্কার নিয়ে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিকরা।

শিল্পের মান রাজ্য ভিত্তিতে ভিন্ন; কিছু রাজ্য উত্তম উন্নতি করেছে ও তাদের শিল্প ক্ষেত্রগুলিকে কাজে লাগিয়ে উচ্চ আয়ের স্তর তৈরি করতে পেরেছে : অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪-২৫

নতুন দিল্লি ৩১ জানুয়ারী, ২০২৫: কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সংসদে পেশ করা অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪-২৫ এ বলা হয়েছে, শিল্পায়নের মাত্রা রাজ্যভেদে পরিবর্তিত হতে দেখা গেছে। যার মধ্যে কিছু রাজ্য শিল্প ক্ষেত্রকে কাজে লাগিয়ে তাদের রাজ্যের জনগণের মধ্যে উচ্চ আয়ের স্তর তৈরি করতে সমর্থ য়েছে। সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুজরাট, উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশের মতো কয়েকটি রাজ্য তাদের জনগণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্তরের আয়-গোষ্ঠী তৈরি করতে শিল্প ক্ষেত্রের উপর তাদের উচ্চ স্তরের নির্ভরশীলতাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে যা, শিল্পায়নের মাত্রাযা স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে।

সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু এই চারটি রাজ্যের মোট শিল্প জিএসভি এ-র প্রায় ৪৩ শতাংশ। অন্যদিকে সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে, উত্তর-পূর্বের ছয়টি রাজ্য (সিকিম ও অসম বাদে) শিল্প জিভিএ-র মাত্র ০.৭ শতাংশ। সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে, উত্তর-পূর্বের মতো ভৌগোলিক এলাকার জন্য উপযুক্ত শিল্প কৌশলের দিকে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

সমীক্ষায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিকাঠামো উন্নয়ন, নগরায়ণ এবং রিয়েল এস্টেটের প্রবণতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নির্মানের ক্ষেত্রেও রাজ্য গুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সমীক্ষায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, কেরল অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম শিল্পকেন্দ্রিক, কিন্তু নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে সেখানে দেখ গেছে এক ইতিবাচক দিক, যেখানে নির্মাণ শিল্পের জিভিএ-র অবদান প্রায় অর্ধেক। সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে, মোট শিল্প উৎপাদনে খনি ক্ষেত্রের অবদান প্রায় ৮ শতাংশ। অসম, ছত্তিশগড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং উড়িষ্যা-এই শীর্ষ পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে খনির কার্যকলাপ অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত, যা সর্বভারতীয় খনির জিএসভি. এ-র প্রায় ৬০ শতাংশ। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বিভিন্ন গবেষণা পত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজ্য স্তরের নীতিগুলি ভারতীয় রাজ্যগুলিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধরণ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিয়ন্ত্রক পরিবেশ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং রাজ্য-স্তরের সংস্কারের মতো বিষয়গুলি শিল্প বিকাশের ধরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেচে।

সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজ্যগুলিকে কিছু শিল্প বা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক পরিবেশ সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। সমীক্ষায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, রাজ্যগুলির ব্যবসায়ীক মনোভাবকে বাড়িয়ে তুলতে হবে; যার ফলে জীবনযাত্রার মান এবং মাথাপিছু আয়ের দ্রুত সমন্বয় ঘটবে।

সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সহায়তায় নিম্ন আয়ের পরিবারদের ভোগ ও উপার্জন বেড়েছে ; জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে, অসমতা হ্রাস পাবার ফলে জীবনযাত্রার মানে অনুকূল প্রভাব লক্ষ্যণীয়: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪-২৫

নতুন দিল্লি ৩১ জানুয়ারী, ২০২৫: শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সরকার নাগরিকদের ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে বলে অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪-২৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতি নির্মলা সীতারমন আজ সংসদে অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয়ের প্রবণতা

সামাজিক ক্ষেত্রেগুলোতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয় এর হার ছিল ২৩.৩ু, সেখানে থেকে ২০২৫ অর্থবর্ষে তা বেড়ে হয়েছে ২৬.২ু। একইসাথে, ২০২১ অর্থবর্ষে সিএজিআর (যৌগিক বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার) অর্জিত হয়েছিল ১৫ু। এথেকে এবারের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় এটা স্পষ্ট করা হয় যে, মোট ব্যয়ের (টিই) শতকরা হিসাবে সরকারের সামাজিক পরিষেবা ব্যয় (এসএসই) ক্রমশ বৃদ্ধির প্রবণতার দিক লক্ষ্য করা গেছে। ফলে, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এসএসই-র ব্যয় ২০২১ অর্থবর্ষে ছিল ১৪.৮ কোটি সেটা ২০২৫ অর্থবর্ষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫.৭ লক্ষ কোটি টাকা।

সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় ১২ু সিএজিআর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ অর্থবর্ষে ৫.৮ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫ অর্থবর্ষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.২ লক্ষ কোটি টাকা। সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে, স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা বা সিএজিআর-এ বৃদ্ধির প্রবণতা ১৮ শতাংশ। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ২০২১ আর্থিক বছরে ব্যয় যেখানে ছিল ৩.২ লক্ষ কোটি টাকা, সেখানে ২০২৫ আর্থিক বছরে হয়েছে ৬.১ লক্ষ কোটি টাকা। সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৫ থেকে ২০২২ অর্থ বছরের মধ্যে দেশের মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের মধ্যে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয়ের অংশ ২৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

ভোগ্য ব্যয় অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সরকারি প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে নিম্ন আয়ের পরিবারদের ভোগসাধনে ব্যয় করার চাহিদা যেমন উৎসাহিত হয়েছে তেমনি এবং উপার্জন কার্যকলাপকে উৎসাহিত করেছে। বিনামূল্যে বা ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য, ভর্তুকিযুক্ত রান্নার জ্বালানি, বীমা যোজনা, বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের মতো বিভিন্ন সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়ণ এই শ্রেণীর পরিবারদের আয় বৃদ্ধি করেছে। এই আর্থিক সুবিধাগুলোর প্রত্যক্ষ হস্তান্তরের ফলে আর্থিকভাবে বঞ্চিত অংশের পরিবারসমূহের কাছে অতিরিক্ত সহায় সম্পদ সরবরাহ হাতে পেরেছে যা তাদের জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করেছে।

সমীক্ষায় প্রতিফলিত হয়েছে যে, সামাজিক ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ অসাম্য হ্রাস করেছে এবং ভোগ্য ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। ভোগ্য ব্যয় ক্ষেত্রে অসাম্য যে জিনি সহগ বা কো-এফিসিয়েন্ট দ্বারা পরিমাপ করা হয়, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তার মান গ্রামীণ এলাকায় ছিল ০.২৬৬-যা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে অনেকটা হ্রাস পেয়ে হয় ০.২৩৭। এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে শহরাঞ্চলে এর ম্যান ছিল ০.৩১৪ যা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে নেমে এসেছে ০.২৮৪-তে।

সমীক্ষার নথিতে ২০২৩-২৪ সালের গৃহস্থালি খরচ সমীক্ষার (এইচসিইএস) তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে দেখা গেছে যে ভোগ্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে নগর-গ্রামীণ ব্যবধান সংকুচিত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের হিসেবে দেখা গেছে যে, গ্রামীণ এবং শহুরে উভয় ক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের একদম নিচের দিকের ৫ থেকে ১০ু জনসংখ্যার মধ্যে গড় মাসিক মাথাপিছু ব্যয়ের (মান্থলি পার ক্যাপিটা ইনকাম, এমপিএসি) সবচেয়ে বৃদ্ধি ঘটেছে। গড় এমপিসিই-তে নগর-গ্রামীণ ব্যবধান ২০১১-১২ সালের ৮৪ু থেকে ২০২২-২৩ সালে ৭১ু-এ নেমে এসেছে। ২০২৩-২৪ সালে এটি আরও হ্রাস পেয়ে ৭০ু এ নেমে এসেছে, যা গ্রামাঞ্চলে খরচ বৃদ্ধির দীর্ঘস্থায়ী গতি নিশ্চিত করে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারের বিভিন্ন আর্থিক নীতির মধ্য দিয়ে আয় বণ্টনএর চেহারা নতুন আকার নিচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের মধ্যে খাদ্য ভর্তুকি সবচেয়ে বড় আর্থিক ব্যয়। ২০২২২-২৩-এ, কেন্দ্রীয় সরকার বিনামূল্যে এবং ভর্তুকিযুক্ত খাদ্য রেশন প্রদানের জন্য পিএম প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা (পিএমজিকেএওয়াই)-তে তার বাজেটের ৬.৫ু ব্যয় করেছে।

দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীদের মধ্যে বৃহত্তর সুবিধার কেন্দ্রীকরণ থেকে বোঝা যায় যে পিডিএস/পিএমজিকেএওয়াই নীতিগুলি নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করছে এবং অন্যান্য দুর্বল পরিবারগুলিকে আয়ের ওঠানামা এবং দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করে। ২০২২-২৩ সালের হিসেবে অনুযায়ী, সরকারি ভর্তুকির মূল্য দিয়ে গ্রামীণ এলাকার তলদেশের ২০ু পরিবারে পারিবারিক ভোগ্য ব্যয়ের ৭ু খরচ মিটেছে, তবে শীর্ষ ২০ু এর মধ্যে তা ছিল ২ু। শহরাঞ্চলেও একই ধরনের উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে।

সমীক্ষায়, জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশে এই সুবিধাগুলি কিভাবে বরাদ্দ হয়েছে এর উপর আলোকপাত করে। বলে হয়, জনসংখ্যার ৮৪ শতাংশের রেশন কার্ডের সুবিধা রয়েছে, যার মধ্যে ৫৯ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে (বিপিএল), অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (এএওয়াই) বা অগ্রাধিকার গৃহস্থালী (পিএইচএইচ) কার্ড রয়েছে।

ভারত মার্চ ২০২৫ -এ ব্রিকস যুব পরিষদ উদ্যোগ কর্মিগোষ্ঠীর বৈঠকের আয়োজন করবে

নতুন দিল্লি, ৩১ জানুয়ারী, ২০২৫ ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীন যুব বিষয়ক দফতর ৩ থেকে ৭ মার্চ ২০২৫ ব্রিকস যুব পরিষদ উদ্যোগ কর্মিগোষ্ঠীর বৈঠকের আয়োজন করবে। এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয় "সুস্থায়ী বিকাশের জন্য যুব উদ্যোগ"। ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির থেকে প্রায় ৪৫ জন যুব প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগ দেবেন।

কর্মিগোষ্ঠীর এই বৈঠকে ভারত ব্রিকস যুব পরিষদের প্রতিনিধিদের সামনে নীতিগত বিষয়, কর্মসূচি এবং উদ্যোগ ক্ষেত্রের সহযোগিতা সম্পর্কের সম্ভাবনা নিয়ে মত বিনিময় মঞ্চ গড়ে দেওয়া হবে। প্রতিনিধিরা যুব সম্পর্কিত কর্মক্ষেত্র নিয়ে তাদের মতামত বিনিময় করতে পারবেন। এছাড়াও ব্রিকসভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাবেন। আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে থাকছে, ব্রিকস যুব পরিষদের প্রতিষ্ঠা ও উদ্যোগ কর্মিগোষ্ঠী, উদ্যোগক্ষেত্রে ব্রিকসভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যুব সহযোগিতার ক্ষেত্র ও কর্ম পরিকল্পনা গড়ে তোলা প্রভৃতি।

ব্রিকস যুব পরিষদ উদ্যোগ কর্মিগোষ্ঠীর বৈঠকে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলিতে যুবদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে যুব বিষয়ক দফতর দেশজুড়ে বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরপর ৮ টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

তৃণমূল স্তরে বৃহত্তর জনক্ষেত্রে উদ্যোগের বিষয় নিয়ে ভারতের কর্মসূচি ছড়িয়ে দিতে স্বাস্থ্যকর আলোচনার একটি বাতাবরণ গড়ে তোলাই এই সব আলোচনাচক্রের উদ্দেশ্য। যুব বিষয়ক নানা বিষয় নিয়ে প্রতিভাবান যুব বক্তাদের সামনে আলোচনার সুযোগ করে দিতেই এই উদ্যোগ।

আলোচনাচক্রের প্রথমটি ১৫ জানুয়ারী ২০২৫ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের মিরান্ডা হাউসে, দ্বিতীয়টি ১৭ জানুয়ারী ২০২৫ দিল্লির মাতাসুন্দরী কলেজ ফর উইমেন-এ, তৃতীয়টি জম্মু ও কাশ্মীরের আইআইএম জম্মুতে ২৪ জানুয়ারী ২০২৫-এ এবং চতুর্থটি গুজরাটের গান্ধীনগরের এনএফএসইউ- তে ২৮ জানুয়ারী ২০২৫ -এ আয়োজন করা হয়। এর পরবর্তীকালে আয়োজিত আলোচনাচক্রগুলির মধ্যে পঞ্চমটি সম্ভবত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ওড়িশার কেআইআইটিতে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ষষ্ঠ অনুষ্ঠানটি আসামের গুয়াহাটি আইআইটিতে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এবং সপ্তমটি ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে আইআইএসসি-তে অনুষ্ঠিত হবে। এই সব আলোচনাচক্রের মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক বৈশ্বিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল যে স্বচ্ছ ধারণাই গড়ে উঠবে তাই নয়, বহুমুখী মঞ্চের গুরুত্ব অনুধাবন করে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তারা নিজেদেরকে গড়েও তুলতে পারবে।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল মিথ্যে বলার দোকান খুলেছেন : নয়াব সিং সাইনি

রোহতক, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): যমুনার জল বিষাক্ত করার অভিযোগ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তীব্র আক্রমণ করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি। তাঁর কথায়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল মিথ্যে বলার দোকান খুলেছেন। শুক্রবার হরিয়ানার রোহতকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নয়াব সিং সাইনি বলেছেন, 'তিনি (কেজরিওয়াল) মিথ্যার দোকান খুলেছেন। নিজের ব্যর্থতা লুকানোর জন্য তিনি এত সস্তা অভিযোগ করেছেন। গত ১০ বছর ধরে কেজরিওয়াল বলছেন, তিনি যমুনা পরিষ্কার করবেন। যমুনা কি এখনও পরিষ্কার করা হয়েছে?'উল্লেখ্য, শুক্রবারই "বিষাক্ত" যমুনা বিবাদে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনিকে আক্রমণ করেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আমি দিল্লিতে জলের সঙ্কট ঘটতে বাধা দিয়েছি। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি দিল্লিতে বিষাক্ত জল পাঠিয়ে এবং দিল্লিতে কৃত্রিম জল সংকট তৈরি করার চেষ্টা করে অপরাধ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করা উচিত, নির্বাচন কমিশন যদি পদক্ষেপ না নেয়, বিশেষ করে নির্বাচনের সময় এই পদক্ষেপ সর্বনাশা প্রমাণিত হবে।'

গত কয়েক বছরে শ্রমবাজার সূচকের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪-২৫

নতুন দিল্লি ৩১ জানুয়ারী, ২০২৫: মহামারী-পরবর্তী পর্যায়ে বিকাশের গতিকে মজবুত করা এবং স্বীকৃত ক্ষেত্রের সম্প্রসারের ফলে গত কয়েক বছরে ভারতে শ্রম বাজারের সূচকগুলির উল্লেখযোগ্যরকম উন্নতি ঘটেছে। পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি সমীক্ষা (পিএলএফ এস) অনুসারে, ভারতে বেকারত্বের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ ও শ্রমিক জনসংখ্যার অনুপাত উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। উপরন্তু, ডিজিটাল অর্থনীতি এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির মতো ক্ষেত্রগুলি উচ্চহরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিশাল সম্ভাবনা প্রদান করেছে, যা বিকাশিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি পূরণের জন্য অপরিহার্য। আজ কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামনের পেশ করা অর্থনৈতিক সমীক্ষায় এই তথ্য জানানো হয়েছে।

শ্রম বাজারের প্রধান সূচকগুলি হলঃ ১৫ বছর বা তদূর্ধ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বেকারত্বের হার (ইউআর) ২০১৭-১৮-র ৬ শতাংশ হয় থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৩-২৪-এ ৩.২ শতাংশে নেমে এসেছে। ইপিএফ ও-র সদস্য সংখ্যাও দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। ২০১৯-অর্থবর্ষে এই সংখ্যা ছিল ৬১ লক্ষ যা ২০২৪ অর্থবর্ষে বেড়ে হয়েছে ১৩১ লক্ষ হয়েছে। চাকরির বাজারের প্রেক্ষিতে সংগঠিত ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি উত্তম ইঙ্গিত দেয়। আরো দেখা গেছে যে, মোট বেতনের যোগফলের প্রায় ৬১ শতাংশ অনূর্ধ ২৯ বছর বয়সীদের থেকে এসেছে যা ইঙ্গিত করে যে সংগঠিত ক্ষেত্রে নতুন চাকরি যুবকদের কাছে যাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে স্বনিযুক্ত শ্রমিকদের অনুপাত ৫২.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫৮.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে যা ক্রমবর্ধমান উদ্যোগী কার্যকলাপ এবং নমনীয় কাজের ব্যবস্থার অগ্রাধিকারকে প্রতিফলিত করে। অনিয়মিত কর্মীদের সংখ্যা ২৪.৯ শতাংশ থেকে কমে ১৯.৮ শতাংশে নেমে আসাও স্ব-নিযুক্তি কর্মসংস্থানের কাঠামোগত রূপের দিকে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

২০২৩ অর্থবর্ষের বার্ষিক শিল্প সমীক্ষার (এ. এস. আই) ফলাফলে দেখা গেছে যে, গত বছরের তুলনায় কর্মসংস্থান ৭ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ২০১৯ অর্থবর্ষের (প্রাক-মহামারী স্তর) তুলনায় ২০২৩ অর্থবর্ষে ২২ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান যুক্ত হয়েছে। মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার (এফ. এল. এফ. পি. আর) ২৩.৩ শতাংশ থেকে ৪১.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এটি গ্রামীণ ও শহুরে সহ বিভিন্ন বিভাগে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে মহিলাদের বর্ধিত অংশগ্রহণের চিত্রকে স্পষ্ট করে। আর এক্ষেত্রে, মুদ্রা যোজনা, স্কিল ইন্ডিয়া, স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া এবং স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়ার মতো স্কিম উদ্যোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি, দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আত্মনির্ভরশীল ও সুস্থায়ী জীবিকার সূত্র নির্মাণে ব্যক্তিদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

হরিয়ানায় জঙ্গল থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

ফরিদাবাদ, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার সকালে হরিয়ানার অন্তর্গত তাজুপুর গ্রামের জঙ্গল থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। জানা যায়, কিছু যুবক এদিন সকালে জঙ্গলে দেখেন এক যুবকের মৃতদেহ পড়ে আছে। স্থানীয়রা খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, স্থানীয় লোকজন মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এখনও নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ নিহতের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে, ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে।।

PRESS NOTICE INVITING TENDER

For and on behalf of the Governor of Tripura, E-tender in Two Bid System is hereby invited by the undersigned From Manufacturer / Authorized supplier and distributers for supply of Major Carp fingerlings (10cm above) to different blocks and notified areas of Mohanpur Sub-Division for implementation of different pisciculture schemes under Department of Fisheries, Government of Tripura during the F.Y 2025-26, meeting the pre-qualifying criteria for the supply mentioned below through online bidding on the website https://tripuratenders.gov.in having Digital Signature Certificate (DSC) issued from any agency authorized by controller of certifying Authority (CAA), Govt. of India and which can be traced up to the chain of trust to the root Certificate of CAA.

NIT No.	Item for which e –Tender is invited	Estimated quantity	Estimated Tender Value	Necessary dates & Times
No. F.3(56)-SF/MNP/DEV/2025-26/3689	Major Carp Fingerling (10 cm above)	5.0 Lakhs	9.0 Lakhs	Bidding Document can be downloaded from 29/01/2025 at 17:00 hrs. Last date of online submission of e-tender is upto 10/02/2025 till 18.00 hrs. Time as per clock time of e – procurement websites https://tripuratenders.gov.in

Bidding Document can be downloaded from 29/01/2025 at 17:00 hrs. Last date of online submission of e-tender is upto 10/02/2025 till 18.00 hrs. Time as per clock time of e- procurement websites https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-3549/24

(B.K Ghosh)
SUPERINTENDENT OF FISHERIES
MOHANPUR SUB-DIVISION.

PNIT No. F. 34/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2024-25 date 28-01-2025

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:

Sl. No.	Name of work/ DNIeT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIeT No: 130/SE-II/PWD(R&B)/2024-25	₹ 1,45,25,396.00	₹. 2,90,508.00	180 (One hundred eighty) Days
2	DNIeT No: 131/SE-II/PWD(R&B)/2024-25	₹ 1,45,49,297.00	₹. 2,90,986.00	180 (One hundred eighty) Days
3	DNIeT No: 132/SE-II/PWD(R&B)/2024-25	₹ 1,42,60,748.00	₹. 2,85,215.00	180 (One hundred eighty) Days
4	DNIeT No: 133/SE-II/PWD(R&B)/2024-25	₹ 1,44,68,046.00	₹. 2,89,361.00	180 (One hundred eighty) Days
5	DNIeT No: 134/SE-II/PWD(R&B)/2024-25	₹ 1,43,69,063.00	₹. 2,87,381.00	180 (One hundred eighty) Days
6	DNIeT No: 135/SE-II/PWD(R&B)/2024-25	₹ 1,43,08,460.00	₹. 2,86,169.00	180 (One hundred eighty) Days
7	DNIeT No: 136/SE-II/PWD(R&B)/2024-25	₹ 1,42,65,201.00	₹. 2,85,304.00	180 (One hundred eighty) Days

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3546/25

Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai Tripura

F.No11(2)/SA/AMP/Carrying/2022-23/ Dated, Amarpur the .....
NOTICE INVITING E- TENDER FOR INTERNAL CARRYING OF AGRI INPUTS UNDER AMARPUR
& KARBOOK AGRI. SUB-DIVISION FOR THE YEAR 2024-25
E-Tender is invited for internal carrying of Agri inputs under Amarpur Agri Sub-Division during 2025-26 (May be extended for three month i.e. June 2026) are invited vide No.F.11(2)-SA/Amp/2025-26 dated Amarpur the 20/01/2025 on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied and resourceful Transport/ Carrying Contractors of India National having vehicle of his/her own and Financial stability for carrying of different Agri. Inputs like Fertilizers /PPC/Seeds etc. For the year 2025-26 (30th March` 2026).
The E-Tender should be quote the rates both in figures and words in the prescribed tender formet, which is available in the website www.tenders.gov.in/www.tripura .nic.in.
The E-Tender will be received through online upto 5.30PM 21/02/2025 & will be opened on 24/02/2025 PM. if possible.
The detailed terms & conditions of the tender may be seen in the website www.tenders.gov.in/www.tripura .nic.in upto 21/02/2025 5.00PM.
The E-Tender documents alongwith terms & conditions in detail will be available in the following website:-
www.tenders.gov.in/www.tripura .nic.in
ICA/C/8555/25

Supdt. of Agriculture Amarpur,
Gomati Tripura

PRESS SHORT NOTICE INVITING e-TENDER NO. 17/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2024-25 Dated. 28/01/2025

The Executive Engineer, PWD(R&B) LTV Division, Manu, Dhalai, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender for the following works:-
i). DNIe-T No:- 111/DNIT/SE-V/AMB/2024-25
E/C:- *. 1,03,40,560.00 E/M:-. 2,06,811.00 Time/Period :- 45(Fourty five) days
ii). DNIe-T No:- 112/DNIT/SE-V/AMB/2024-25
E/C:- *. 1,44,52,206.00 E/M:- *. 2,89,044.00 Time/Period :- 365(Three hundred and sixty five) days
iii). DNIe-T No:- 114/DNIT/SE-V/AMB/2024-25
E/C:-. 1,45,08,622.00 E/M:- . 2,90,172.00 Time/Period:- 45(Fourty five) days
iv). DNIe-T No:- 115/DNIT/SE-V/AMB/2024-25
E/C:- *. 1,45,14,659.00 E/M:- *. 2,90,293.00 Time/Period :- 365(Three hundred and sixty five) days
v). DNIe-T No:- 116/DNIT/SE-V/AMB/2024-25
E/C:- *. 36,65,607.00 E/M:- . 73,312.00 Time/Period :- 45(Fourty five) days
4 Last date & time for online Bidding:- 05/02/2025 upto 3.00 P.M Bid Fee:-. 4,000.00 for Sl. (i) to (iv) &
1,000.00 for Sl. (v).
Note:- The Bid Forms & other details in/c. online activities should be done in the e-procurement portal
https:/tripuratenders.gov.in
ICA/C-3537/25

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
Executive Engineer
L.T Valley Division, PWD(R&B) Manu Dhalai, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. 14/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2024-25 Dated. 16/01/2025

The Executive Engineer, PWD(R&B) LTV Division, Manu, Dhalai, Tripura invites on behalf of th 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender for the following works:-
i). DNIe-T No:- 74/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25
E/C:-. 5,79,96,834.00 E/M:-. 11,59,937.00 Time/Period :- 365(three hundred & sixty five) days
Last date & time for online Bidding:- 15/02/2025 upto 3.00 P.M Bid Fee:-.8,000.00
Note:- The Bid Forms & other details in/c. online activities should be done in the e-procurement portal
https:/tripuratenders.gov.in
ICA/C/3533/25

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
Executive Engineer
L.T Valley Division, PWD(R&B)
Manu Dhalai, Tripura

কাজের সন্ধান

রেল দপ্তরে মিনিস্টেরিয়াল ১০৩৬ পদ অনলাইনে দরখাস্ত ও কম্পিউটারে পরীক্ষা

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারতীয় রেলে মিনিস্টেরিয়াল পিজিটি, টিজিটি, মিউজিক টিচার, পিআরটি, লাইব্রেরিয়ান, এটি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ...পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,০৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশ থেকে পিজিটি, টিজিটি, মিউজিক টিচার, পিআরটি, লাইব্রেরিয়ান, এটি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি বিভিন্ন মিনিস্টেরিয়াল ও আইসোলেটেড ক্যাটেগরী পদে ১,০৩৬ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে বিশেষ করে মিনিস্টেরিয়াল ও আইসোলেটেড পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-১-২০২৫-এর হিসেবে নির্দিষ্ট বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ১,০৩৬টি'র মধ্যে এসসি'র জন্য ১২৫টি, এসটি'র জন্য ৬৪টি, ওবিসি'র জন্য ২২৮টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ৯৫টি পদ সংরক্ষিত। এর পরও বাকি ৫২৩টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর মধ্যে, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৫৯টি এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৭২টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। স্টেনোগ্রাফার, স্টাফ ইন্সপেক্টর, ল্ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, কুক, পাবলিসিটি ইন্সপেক্টর, ফোটোগ্রাফার, পিজিটি, টিজিটি, ফিজিক্যাল ইন্সস্ট্রাক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, মিউজিক টিচার, ড্যান্স টিচার, লাইব্রেরিয়ান, পিআরটি, এটি — ইত্যাদি সব ক'টি পদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বেতনক্রম, মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ট, বয়সের সীমারেখা, যোগ্যতা জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিইএন নং - ০৭/ ২০২৪। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * এয়ারফোর্সে **এয়ারম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি, সরাসরি সাক্ষাৎকার, র‍্যালী ও পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ে **শর্ট সার্ভিস কমিশন, আর্মি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২০-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা অথবা সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ২৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* শিপ বিল্ডার্স-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টেট ব্যাঙ্কে **ট্রেড ফিনান্স অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২৩-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের অনলাইনে পরীক্ষা অথবা সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নার্সিং ডিপ্লোমা, বিএসসি (নার্সিং) পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে **মেডিক্যাল অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, এমডি, এস, মেডিক্যাল কোয়ালিফাইড, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি, এপিআই দ্বারা বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় রেলে মিনিস্টেরিয়াল **পিজিটি, টিজিটি, মিউজিক টিচার, পিআরটি, লাইব্রেরিয়ান, এটি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ...** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১,০৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ডিফেন্স মেডিক্যাল সেক্টরে **এমটিএস, মেইট, কুক, এলডিসি, স্টোর কীপার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* সুপ্রিম কোর্টে **ল্ ক্লার্ক, এসোসিয়েট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এলএলবি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা ৯ মার্চে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* ইন্ডিয়ান অয়েলে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* জল বিদ্যুৎ নিগমে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কোল ফিল্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **সিভিল সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদঃ ৯৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৫ মে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৮ মে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট মেডিক্যাল অফিসার (ত্রিপুরা)**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১৭২টি,
যোগ্যতা ঃ মেডিক্যাল কোয়ালিফিকেশন সহ পিজি ডিপ্লোমা, পিজি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি,
এপিআই স্কোরের ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এয়ারম্যান (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি,
সরাসরি সাক্ষাৎকার, র‍্যালী ও পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* পদের নাম ঃ **শর্ট সার্ভিস কমিশন, আর্মি (ডিফেন্স),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা অথবা সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (শিপ বিল্ডার্স),**
শূন্যপদ ঃ ২০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্রেড ফিনান্স অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২৩-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের অনলাইনে পরীক্ষা অথবা সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নার্সিং ডিপ্লোমা, বিএসসি (নার্সিং) পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **মেডিক্যাল অফিসার (স্বাস্থ্য, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, এমডি, এস, মেডিক্যাল কোয়ালিফাইড,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি,
এপিআই দ্বারা বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **পিজিটি, টিজিটি, মিউজিক টিচার, পিআরটি, লাইব্রেরিয়ান, এটি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ... (ভারতীয় রেল)**
শূন্যপদ ঃ ১,০৩৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, মেইট, কুক, এলডিসি, স্টোর কীপার (ডিফেন্স, মেডিক্যাল সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১১৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ল্ ক্লার্ক, এসোসিয়েট (সুপ্রিম কোর্ট),**
শূন্যপদ ঃ ৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এলএলবি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা ৯ মার্চে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ইন্ডিয়ান অয়েল),**
শূন্যপদ ঃ ৩১৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (জল বিদ্যুৎ নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কোল ফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৮০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিভিল সার্ভিস (ইউপিএসসি)**
শূন্যপদ ঃ ৯৭৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৫ মে।

* পদের নাম ঃ **ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস** (ইউপিএসসি)
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৮ মে।

ইন্ডিয়ান অয়েলে চাকরির লক্ষ্যে ৩১৩ এপ্রেন্টিস, অনলাইনে আবেদন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বা আই.ও.সি.এল-এ এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

মহারত্ন, মিনিরত্ন ইত্যাদি কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বা আই.ও.সি.এল-এ বিশেষ করে সারা দেশ জুড়ে, দেশের প্রায় সব কয়টি রাজ্যে টেকনিক্যাল এবং নন্-টেকনিক্যাল ট্রেডে এপ্রেন্টিস হিসেবে ৩১৩ জনকে বাছাইয়ের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। নিয়োগের সময় শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। আইওসিএল-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-০১-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। সরকারি নিয়মানুসারে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি তাঁদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন রাজ্য ও ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'আই.ও.সি.এল'-এর ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। সারা দেশের সবকটি ডিভিশনের পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য বিশেষ করে ৯টি রিফাইনারি ডিভিশনের জন্য সাধারন প্রার্থী এবং ক্যাটেগরি ভিত্তিক নির্দিষ্ট আসন রয়েছে, সংরক্ষিত হিসেবে। এভাবেই রাজ্যওয়ারি বা ডিভিশন ভিত্তিক বিস্তারিত বিভাজন ও বিন্যাস দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে রাজ্যভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন আইওসিএল-এর ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নংঃ আইওসিএল/ এমকেটিজি/ ডব্লিও আর/ এপিপিআর/ ২০২৪-২৫, তারিখ ১৭ জানুয়ারি, ২০২৫।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। নিয়োগের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৭০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ২০-৩০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। সময় দুই ঘন্টা। মেধাভিত্তিক প্রার্থিবাছাই পদ্ধতি তথা লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। আবেদনকারী প্রার্থীরা নিয়মিত এঁদের ওয়েবসাইটে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

আগরতলায় ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস ও ফরেস্ট সার্ভিসে চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস, ফরেস্ট সার্ভিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, মোট শূন্যপদ ঃ ১১২৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিবিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৫ মে। বিস্তারিত খবর হলো — স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েটেরাই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারেন। শর্তসাপেক্ষে ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। তবে আবেদন পত্রে আই এফ এস সহ আই এ এস পরীক্ষার কথা উল্লেখ করলে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো থাকতে হবে। অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আবেদন করতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০২৫ সালের সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষার মাধ্যমে ৯৭৯ এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে ১৫০ শূন্যপদে তরুণ-তরুণী নিচ্ছে। এই দুই পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা একই দিনে, একই সঙ্গে হবে।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে কোনও শাখার পাস/ অনার্স গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ হলেই আবেদনের যোগ্য, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, যাঁরা ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন বা দিয়েছেন তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১-৮-২০২৫ তারিখের হিসেবে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন।

নিয়োগ হবে এইসব ক্যাডারে: (১) ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (২) ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস, (৩) ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (৪) পি অ্যান্ড টি অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিনান্স সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (৫) ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট সার্ভিস গ্রুপ-'বি' (৬) ইন্ডিয়ান ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (৭) ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস 'আইটি' গ্রুপ-'এ' (৮) ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (৯) ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১০) ইন্ডিয়ান সিভিল অ্যাকাউন্টস সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১১) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১২) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে পার্সোনেল সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১৩) পোস্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার গ্রুপ-'এ', রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (১৪) ইন্ডিয়ান ডিফেন্স এস্টেটস সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১৫) ইন্ডিয়ান ইনফর্মেশন সার্ভিস (জুনিয়র গ্রেড) গ্রুপ-'এ' (১৬) ইন্ডিয়ান ট্রেড সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১৭) ইন্ডিয়ান কর্পোরেট ল্ সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১৮) আর্মড ফোর্সেস হেড কোয়ার্টার্স সিভিল গ্রুপ-'বি' (১৯) দিল্লি ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সিভিল সার্ভিস গ্রুপ- 'বি' (২০) দিল্লি ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পুলিশ সার্ভিস গ্রুপ-'বি' (২১) পন্ডিচেরী সিভিল সার্ভিস গ্রুপ-'বি' (২২) পন্ডিচেরী পুলিশ সার্ভিস গ্রুপ (২৩) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিস গ্রুপ-'এ'। ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষার ক্ষেত্রে বটানি/ কেমিস্ট্রি/জিওলজি/ম্যাথমেটিক্স/ ফিজিক্স/ অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরেনারি সায়েন্স/ স্ট্যাটিস্টিক্স এবং জুলজি বিষয়ের যে কোনও একটি বিষয়ের ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারেন। ফরেস্ট্রি /অ্যাগ্রিকালচারাল অথবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। যাঁরা ওইসব বিষয় নিয়ে এবছরের ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছেন তাঁরাও আবেদন করতে পারেন। সবক্ষেত্রেই প্রার্থিবাছাই করবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০২৩ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে। উভয় ক্ষেত্রেই পরীক্ষা হবে একই দিন একই সঙ্গে। প্রথমে হবে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২৫ মে, দেশের এইসব কেন্দ্রগুলিতে: আগরতলা, কলকাতা, কটক, দিশপুর, গ্যাংটক, রাঁচি, পাটনা, গুয়াহাটি, আইজল, শিলং, পোর্ট ব্লেয়ার ইত্যাদি। অর্থাৎ সারা দেশ জুড়েই পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। প্রয়োজনে অনলাইনে দরখাস্ত পূরণের কৌশল, অনলাইনে পরীক্ষার ফি পাঠানো, এবং লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

সিভিল সার্ভিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে মোট ৪০০ নম্বরের ২টি পেপারে। প্রশ্নপত্র হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ ভিত্তিক। সময় পাবেন ২ ঘণ্টা করে ৪ ঘন্টা। সবক্ষেত্রেই প্রশ্ন হবে হিন্দি অথবা ইংরিজিতে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। এই পরীক্ষায় সফল হলে মোট শূন্যপদের ১২ থেকে ১৩ গুণ প্রার্থীকে মেন পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। সিভিল সার্ভিসের মেন পরীক্ষা নেওয়া হবে আগস্ট/সেপ্টেম্বর মাসে। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের সময় প্রিলি পরীক্ষার নম্বর ধরা হবে না। নম্বর সহ বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

সবক্ষেত্রেই আবেদন করবেন অনলাইনে ইউপিএসসি'র ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি। এরজন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্ত করতে বসার আগে নিজের ছবি (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) ও সই (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) স্ক্যান করে রাখবেন, পরে তা আপলোড করতে হবে। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে অনলাইনের মাধ্যমেই। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। এই ফি নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে অথবা ভিসা/ মাস্টার ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ফি জমা দিতে পারেন। তফশিলি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফিতে ছাড় রয়েছে। এবার ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে পার্ট-ওয়ানের রেজিস্ট্রেশন করার পর পার্ট-টুয়ের রেজিস্ট্রেশন করবেন। রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে রাখবেন, পরীক্ষার সময় কাজে লাগবে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪-২৫ -এর সংক্ষিপ্ত সার

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫:
** ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৩ু থেকে ৬.৮ু থাকার সম্ভাবনা।
** ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৪ু হিসাবে অনুমান করা হয়েছে, যা দশকের গড়ের কাছাকাছি।
** প্রকৃত মোট মূল্য সংযোজন (জিভিএ) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬.৪ু হারে বাড়ার সম্ভাবনা।
** ২০২৪ সালের জুলাই-নভেম্বর সময়ে মূলধনী ব্যয় ৮.২ু হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও গতি পাওয়ার সম্ভাবনা।
** ২০২৪ সালের এপ্রিল-ডিসেম্বর সময়ে খুচরো মূল্যস্ফীতি নেমে এসেছে ৪.৯ু-এ।
** ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভারতের ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৪ু-এর লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে বলে অনুমান।
** ২০২৪ সালের এপ্রিল-ডিসেম্বর সময়ে মোট রফতানি বার্ষিক ভিত্তিতে অর্থাৎ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.০ু বৃদ্ধি পেয়েছে।
** ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এপ্রিল-নভেম্বর সময়ে ভারতের পরিষেবা রফতানি ১২.৮ু বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগের অর্থবছর অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের ৫.৭ু-এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।
** ২০২৩-২৪-এর প্রথম আট মাসের মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রবাহের পরিমাণ ৪৭.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের একই সময়ে ৫৫.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা বার্ষিক ভিত্তিতে ১৭.৯ু বৃদ্ধি নির্দেশ করে।
** ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের শেষে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় বা মুদ্রা ভাণ্ডার ছিল ৬৪০.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ১০.৯ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান এবং মোট বৈদেশিক ঋণের প্রায় ৯০ু কভার করতে সক্ষম।
** ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সৌর ও বায়ু শক্তির উৎপাদন সক্ষমতা বার্ষিক ভিত্তিতে ১৫.৮ু বৃদ্ধি পেয়েছে।
** ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে বিএসই স্টক মার্কেটের মূলধন থেকে জিডিপি অনুপাত ১৩৬ু পৌঁছেছে, যা চিন (৬৫ু) ও ব্রাজিল (৩৭ু)-এর তুলনায় অনেক বেশি।
** অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সুস্থায়ী ও ত্বরান্বিত করতে অর্থনৈতিক সমীক্ষায় নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ ও সংস্কারের পক্ষে জোর দেওয়া হয়েছে।
** উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে আগামী দুই দশক ধরে পরিকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার সুপারিশ।
** এমএসএমই'র ক্ষেত্রে ইকুইটি তহবিলের জন্য ৫০,০০০ কোটি টাকার ''আত্মনির্ভর ভারত তহবিল'' চালু করা হয়েছে।
** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৩.৮ু হওয়ার সম্ভাবনা।
** ২০২৪ সালে খরিফ খাদ্যশস্য উৎপাদন ১৬৪৭.০৫ লাখ মেট্রিক টনে পৌঁছতে পারে, যা আগের বছরের তুলনায় ৮৯.৩৭ লাখ মেট্রিক টন বেশি।
** কৃষিক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি: উদ্যানপালন, পশুপালন ও মৎস্যচাষ।
** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৬.২ু হিসাবে অনুমান করা হয়েছে।
** ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে সামাজিক পরিষেবা খাতে ব্যয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১৫ু।
** সরকারি স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় অর্থবর্ষ ২০১৪-১৫ থেকে ২০২১-২২-এর মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯.০ু থেকে ৪৮.০ু হয়েছে; একইসঙ্গে ব্যক্তিগত খরচের অংশ স্বাস্থ্যখাতে ৬২.৬ু থেকে কমে ৩৯.৪ু হয়েছে।
** ২০২৩-২৪ সালে (জুলাই থেকে জুন-এর হিসেবে) বেকারত্বের হার ৩.২ু-এ নেমে এসেছে, যা ২০১৭-১৮ সালে ৬.০ু ছিল।
** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব কমাতে সরকারি, বেসরকারি ক্ষেত্র ও শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন।

'বিশ্বের অর্থনীতি ২০২৩ সালে ৩.৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) অনুমান করছে যে, আগামী পাঁচ বছরে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি গড়ে ৩.২ শতাংশ থাকবে, যা ঐতিহাসিক মানদণ্ডে তুলনামূলকভাবে কম,' শুক্রবার সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের উপস্থাপিত অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪-২৫ —এ তা উল্লেখ করা হয়েছে।

সমীক্ষা অনুসারে, ২০২৪ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতি স্থিতিশীল থাকলেও অঞ্চলভেদে প্রবৃদ্ধির হার বৈষম্যপূর্ণ ছিল। বৈশ্বিক উৎপাদন খাতে উল্লেখযোগ্য ভাবে মন্দার প্রবণতা ছিল, বিশেষত ইউরোপ ও এশিয়ার কিছু অংশে, যেখানে সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হওয়া এবং দুর্বল বৈদেশিক চাহিদার ফলে এই ধীরগতি দেখা যায়। এর তুলনায় পরিষেবা ক্ষেত্র তুলনামূলকভাবে উত্তম অগ্রগতি দেখিয়েছে। যা অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করেছে। অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমেছে, তবে পরিষেবা খাতে মুদ্রাস্ফীতি অব্যাহত রয়েছে বলে সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ভারত সুস্থায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারতের প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৪ শতাংশ, যা দশকের গড়ের কাছাকাছি রয়েছে।

মোট চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা গেলে, স্থির বা নির্ধারিত মূল্যে ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ্য ব্যয় (প্রাইভেট ফাইনাল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার) ৭.৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, যা মূলত গ্রামীণ চাহিদার পুনরুদ্ধারের ফলে সম্ভব হয়েছে।

সরবরাহের দিক থেকে, প্রকৃত মোট মূল্য সংযোজনের (জিভিএ) ক্ষেত্রে ৬.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধির অনুমান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে কৃষিক্ষেত্র ৩.৮ শতাংশ হারে পুনরুদ্ধার করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ৬.২ শতাংশ হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। নির্মাণের কাজকর্ম এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল সরবরাহ ও অন্যান্য পরিষেবা খাতে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি শিল্প খাতের সম্প্রসারণকে সহায়তা করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। পরিষেবা ক্ষেত্রের প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী ৭.২ শতাংশেই থাকার প্রত্যাশা করা হচ্ছে, যা আর্থিক, রিয়েল এস্টেট, পেশাদার সেবা, সরকারি প্রশাসন, প্রতিরক্ষা এবং অন্যান্য সেবাখাতের ভালো পদক্ষেপের দ্বারা চালিত হবে।

প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি বিবেচনায় রেখে, সমীক্ষায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৩ থেকে ৬.৮ শতাংশের মধ্যে থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

মধ্য-মেয়াদি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত অধ্যায়ে বৈশ্বিক প্রভাবগুলোর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এবং অর্থনৈতিক নীতি ও বাণিজ্য নীতি সম্পর্কিত বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে দেশীয় প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তিগুলোকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিকশিত ভারত ২০৪৭ এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভারতের মধ্য-মেয়াদি প্রবৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করা প্রয়োজন, বিশেষ করে উদীয়মান বৈশ্বিক বাস্তবতা যেমন ভৌগোলিক-অর্থনৈতিক বিভাজনতা (জিইএফ), চিনের উৎপাদনশীল সক্ষমতা এবং বিশ্বব্যাপী জ্বালানির উৎসের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চিনের ওপর নির্ভরতার প্রসঙ্গের মধ্যে।

সমীক্ষায় অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটি দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেখানে ব্যবস্থাগত নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণকে মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে। ব্যক্তি ও সংস্থাগুলোর জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতার এক নতুন কাঠামো তৈরি করবে, যাতে তারা সহজে বৈধ অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। সমীক্ষায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বাণিজ্যের সহজতা বা ইজ অফ ডুইং বিজনেস-২.০-এর আওতায় নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণের ওপর অর্থনৈতিক নীতি ও সংস্কারকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, যাতে ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতের প্রসার ও উন্নয়ন উৎসাহিত হয়।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ২০২৪-২৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃষি খাতে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল ছিল, যেখানে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ৩.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী চারটি ত্রৈমাসিকের তুলনায় উন্নতির চিত্র অভ্যাস দে। খারিফ ফসলের ভালো উৎপাদন, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বর্ষা, এবং পর্যাপ্ত জলাধার স্তর কৃষির প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করেছে। মোট খারিফ খাদ্যশস্য উৎপাদন ২০২৪-২৫-এ রেকর্ড পরিমাণ ১৬৪৭.০৫ লাখ মেট্রিক টন (এলএমটি) হওয়ার অনুমান করা হয়েছে, যা ২০২৩-২৪-এর তুলনায় ৫.৭ শতাংশ এবং গত পাঁচ বছরের গড় খাদ্যশস্য উৎপাদনের তুলনায় ৮.২ শতাংশ বেশি।

শিল্পক্ষেত্র ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, এবং ২০২৪-২৫ এর সম্পূর্ণ অর্থবর্ষের হিসেবে তা ৬.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হওয়ার অনুমান করা হচ্ছে। প্রথম ত্রৈমাসিকে ৮.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখা গেলেও, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে প্রবৃদ্ধি কিছুটা ধীর হয়েছে তিনটি মূল কারণের জন্য। প্রথমত, আমদানিকারক দেশগুলোর দুর্বল চাহিদার কারণে এবং প্রধান বাণিজ্যিক দেশগুলোর আগ্রাসী বাণিজ্য ও শিল্প নীতির কারণে নির্মাণ খাতে রফতানি উল্লেখযোগ্যভাবে ধীর হয়েছে। দ্বিতীয়ত, অতিরিক্ত বর্ষা মিশ্র প্রভাব ফেলেছেউ একদিকে তা যেমন জলাধার পূর্ণ করেছে এবং কৃষিকে সহায়তা করেছে, তেমনি তা খনি, নির্মাণ এবং কিছুটা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। তৃতীয়ত, গত বছর এবং বর্তমান বছরে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের মধ্যে উৎসবের সময়ের পার্থক্যের কারণে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে প্রবৃদ্ধির ধীরগতি দেখা গেছে।

বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, ভারত ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচকে (পিএমআই) দ্রুততম প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করছে বলে সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের সর্বশেষ উৎপাদন ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক বিস্তারের মধ্যেই রয়েছে, যা নতুন ব্যবসার লাভ, শক্তিশালী চাহিদা এবং প্রচারণার প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে।

পরিষেবা ক্ষেত্র ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভাল ফলাফল প্রদর্শন করছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে সমীক্ষায়। প্রথম এবং দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে ৭.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ভারতীয় পরিষেবা রফতানি প্রবৃদ্ধি ২০২৪-২৫ সালের এপ্রিল-নভেম্বর সময়ে ১২.৮ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০২৩-২৪ সালের ৫.৭ শতাংশের তুলনায় অনেক বেশি।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া মুদ্রাস্ফীতি, আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং বাইরের খাতের ভারসাম্যের স্থিতিশীলতার মাধ্যমে সঠিকভাবে সহায়তা পেয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, খুচরা বাজারের প্রধান বা মূল মুদ্রাস্ফীতি ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের ৫.৪ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের এপ্রিল—ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪.৯ শতাংশে পৌঁছেছে।

কেন্দ্রের মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে মূলধনী ব্যয় (ক্যাপেক্স), ২০২০-২৩ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ক্রমাগত উন্নতি করেছে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সাধারণ নির্বাচনের পর ২০২৪ সালের জুলাই-নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের মূলধনী ব্যয় ৮.২ শতাংশ বেড়েছে।

সমীক্ষা অনুসারে, ২০২৪ সালের এপ্রিল-নভেম্বর সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট কর রাজস্ব (জিটিআর) এবং রাজ্যগুলির নিজস্ব কর রাজস্ব (ওটিআর) তুলনামূলক গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যাংকিং ক্ষেত্রে মোট অনাদায়ী ঋণ (এনপিএ) ১২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম, মোট ঋণ এবং অগ্রিমের ২.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। সেপ্টেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী, শিডিউল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মূলধন-ঝুঁকি-ভিত্তিক সম্পদের অনুপাত (সিআরএআর) ১৬.৭ শতাংশ, যা নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি, বলে সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদেশি খাতের স্থিতিশীলতা সুরক্ষিত হচ্ছে সেবা বাণিজ্য এবং রেকর্ড রেমিট্যান্সের মাধ্যমে। সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতের পণ্য রফতানি ২০২৪-এর এপ্রিল---ডিসেম্বর মধ্যে ১.৬ শতাংশ বেড়েছে। পণ্য আমদানি বেড়েছে ৫.২ শতাংশ। ভারতের শক্তিশালী সেবা রফতানি দেশকে বিশ্বব্যাপী সেবা রফতানির মধ্যে সপ্তম বৃহত্তম শেয়ার অর্জন করতে সাহায্য করেছে, যা দেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে তুলে ধরে।।

সেবা বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত হওয়া ছাড়াও, বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্সে ব্যক্তিগত স্থানান্তরের মাধ্যমে একটি সুস্থ নেট আর্থিক প্রবাহ নিশ্চিত করেছে। বিশ্বে রেমিট্যান্সের শীর্ষ প্রাপক হিসেবে ভারতের অবস্থান রয়েছে, যা ওইসিডি অর্থনীতিতে চাকরি সৃষ্টির মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। এই দুটি কারণের সমন্বয়ে, ভারতের চলতি অ্যাকাউন্ট ঘাটতি (সিএডি) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপির ১.২ শতাংশের মধ্যে সীমিত রয়েছে, বলে জানানো হয়েছে সমীক্ষায়।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রবাহ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, যার ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের প্রথম আট মাসে ৪৭.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের একই সময়ে ৫৫.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা ১৭.৯ শতাংশের বার্ষিক বৃদ্ধির প্রতিফলন। তবে, বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (এফপিআই) প্রবাহে ২০২৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে অস্থিরতা দেখা গেছে, যা মূলত বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক এবং আর্থিক নীতি পরিবর্তনের কারণেই হয়েছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, স্থিতিশীল মূলধন প্রবাহের ফলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২৪ সালের জানুয়ারির শেষে ৬১৬.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৭০৪.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছিল এবং পরে ২০২৫ সালের ৩ জানুয়ারি ৬৩৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বাইরের ঋণ ৯০ শতাংশ পরিশোধ করার জন্য যথেষ্ট এবং ১০ মাসেরও বেশি সময়ের জন্য আমদানি কভার করতে সক্ষম, যা বাইরের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও ধারাবাহিক ভালো ফলাফলের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ভারতের শ্রম বাজারের বৃদ্ধিকে মহামারী-পরবর্তী পুনরুদ্ধার এবং আরও বেশি সংখ্যক মানুষের নিয়মিত কর্মসংস্থানে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে সহায়ক হয়েছে। ১৫ বছর ও তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের জন্য বেকারত্বের হার ২০১৭-১৮ সালে ৬ শতাংশ থেকে ২০২৩-২৪ সালে ৩.২ শতাংশে কমে এসেছে। শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার (এল এফ পি আর) এবং কর্মী-জনসংখ্যা অনুপাতও (ডব্লিউ পি আর)ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে, ভারতের জন্য, একটি সেবা-চালিত অর্থনীতি এবং একটি যুবশক্তি ও অভিযোজনক্ষম বা খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম শ্রমশক্তি থাকা অবস্থায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা এবং শ্রম বাজারের ফলাফল উন্নত করার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া শ্রমিকদের সেই দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা তাদেরকে এআই-প্রভাবিত পরিবেশে সফলভাবে কাজ চালিয়ে যেতে সহায়তা করবে। বর্তমানে বড় পরিসরে এআই গ্রহণে কিছু বাধা রয়েছে, যা নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি সুযোগ তৈরি করছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় পরিকাঠামো খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য আগামী দুই দশক ধরে পরিকাঠামো বিনিয়োগের পরবর্তী পদক্ষেপগুলির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। রেল সংযোগের অধীনে, এপ্রিল থেকে নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ২০৩১ কিলোমিটার রেল নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে, এবং এপ্রিল থেকে অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত ১৭টি নতুন বন্দেভারত ট্রেন চালু করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বন্দরের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে অপারেশনাল দক্ষতা উন্নত হয়েছে এবং বড় বন্দরগুলিতে গড় কন্টেইনার পরিবহন সময় ৪৮.১ ঘণ্টা থেকে ৩০.৪ ঘণ্টায় কমে এসেছে (এপ্রিল-নভেম্বর)।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ভারত সরকারের নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে প্রচেষ্টারও উল্লেখ হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন পরিকল্পনা, নীতি, আর্থিক উদ্দীপনা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে সুশাসন এবং সবুজ বিনিয়োগের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছেউ যেমন 'পিএম-সূর্য ঘর: মুফত বিজলি যোজনা', জাতীয় বায়োএনার্জি প্রোগ্রাম, জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন এবং পিএম-কুসুম। সৌর ও বায়ু শক্তির ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষমতায় ১৫.৮ শতাংশ বার্ষিক বৃদ্ধির হার হয়েছে। স্কুল শিক্ষা ক্ষেত্রে, সরকার জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সামগ্রিক শিক্ষা অভিযান, দীক্ষা, স্টারস, পরখ, পিএমশ্রী, উল্লাস, পিএম-পোষণ ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষ থেকে ২০২১-২২ অর্থবর্ষ পর্যন্ত দেশের মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের মধ্যে সরকারের স্বাস্থ্য ব্যয়ের অংশ ২৯.০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৮.০ শতাংশে পৌঁছেছে। একই সময়ে, মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত খরচের অংশ ৬২.৬ শতাংশ থেকে কমে ৩৯.৪ শতাংশে নেমে এসেছে।

লঘু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই) খাতকে ভারতীয় অর্থনীতির একটি অত্যন্ত গতিশীল খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সমীক্ষার মধ্যে। এমএসএমই খাতের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বড় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তাদের জন্য সমতার ভিত্তিতে তহবিল প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার ৫০,০০০ কোটি টাকার মূলধন নিয়ে 'স্বনির্ভর ভারত ফান্ড' চালু করেছে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বিভিন্ন নিয়ম নির্দেশিকা ব্যবসায়ের জন্য অতিরিক্ত খরচ তৈরি করে। তাই একটি তিনধাপের প্রক্রিয়া হবে, যার মাধ্যমে রাজ্যগুলো তাদের নিয়মগুলো মূল্যায়ন করবে এবং খরচের উপযুক্ততা দেখবে। প্রথম ধাপ হবে যেখানে নিয়ম শিথিল করা সম্ভব সেখানে তা চিহ্নিত করা, দ্বিতীয় ধাপে রাজ্যগুলোর নিয়মগুলো অন্য রাজ্য এবং দেশের সঙ্গে তুলনা করা, এবং তৃতীয় ধাপে এসব নিয়মের ব্যবসায়িক খরচ হিসেব করা। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বাণিজ্য সহজতা-২.০ রাজ্য সরকার পরিচালিত উদ্যোগ হওয়া উচিত, যা ব্যবসা করতে অসুবিধার মূল কারণগুলোর সমাধান করবে। পরবর্তী পর্যায়ে বাণিজ্য সহজতা-২.০ -এর জন্য রাজ্যগুলোকে নতুন নিয়মাবলী সহজ করার চেষ্টা করতে হবে, আইনগত সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, শুল্ক ও ফি' কমাতে হবে এবং ঝুঁকির ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে। প্রবৃদ্ধির পথে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন বিশ্ব রাজনীতি ও বাণিজ্য পরিস্থিতির অস্থিরতা এবং পণ্যের দাম বাড়ার সম্ভাবনা। তবে দেশের অভ্যন্তরীণ দিকে, বেসরকারি পুঁজি খাতের অর্ডারের ভিত্তিতে আরও বিনিয়োগ আকর্ষণ, উপভোক্তাদের বিশ্বাসের উন্নতি এবং কর্পোরেট মজুরি বৃদ্ধির ফলে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে। গ্রামীণ চাহিদা, কৃষি উৎপাদনে অগ্রগতি, খাদ্য মূল্যস্ফীতির সম্ভাব্য হ্রাস এবং স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিবেশ আগামী প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে। সার্বিকভাবে, ভারতের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বাড়াতে দেশের ভিতরে কাঠামোগত সংস্কার ও নিয়ম-কানুন শিথিলকরণের মাধ্যমে মধ্য-মেয়াদী প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করতে হবে।

বিদেশে ভারতকে অসম্মান করতে ভালোবাসে কংগ্রেস : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার দিল্লির দ্বারকায় এক নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, দ্রৌপদী মুর্মুজি আদিবাসী পরিবার থেকে এখানে এসেছেন। তাঁর মাতৃভাষা হিন্দি নয়, ওড়িয়া। তিনি আজ সংসদকে চমৎকারভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন, ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেসের শাহী পরিবার তাকে অপমান করতে শুরু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, শাহী পরিবারের এক সদস্য বলেন, আদিবাসী কন্যা বিরক্তিকর বক্তৃতা দিয়েছেন। আরেক সদস্য আরও একধাপ এগিয়ে রাষ্ট্রপতিকে বেচারা বলেছেন। তারা আদিবাসী কন্যার বক্তৃতা বিরক্তিকর মনে করে। এটা দেশের ১৬ কোটি আদিবাসী ভাই-বোনের অপমান। এটা দেশের প্রতিটি গরিব মানুষের অপমান...তারা মানুষকে গালি

বড়দোয়ালিতে ৪০ ফুট উচু সরস্বতী মূর্তি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা।

দিল্লিতে সমন্বয়ের সরকার দরকার, সংঘর্ষের নয় : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে বিধানসভা ভোটের খুব বেশি দিন আর বাকি নেই, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে বিধানসভা নির্বাচন। শুক্রবার দিল্লির দ্বারকায় একটি নির্বাচনী জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই জনসভায় তিনি বলেছেন, 'এখন দিল্লির জনতা সবাই মিলে বলছে ''আবকি বার মোদী সরকার''...দিল্লিতে এখন ডবল ইঞ্জিনের সরকার দরকার। এখানকার মানুষ অন্য দলকে সেবা করার সুযোগ দিয়েছে, এবার আমাকে একটা সুযোগ দিন ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠনের।''

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আপনারা আমাকে অনেকবার দেশ সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। এখন, আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আমাকে দিল্লিতে কাজ করার সুযোগ দিন। আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, দিল্লির উন্নয়নে কোনও খামতি রাখবো না।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'দিল্লিতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের একটি ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রয়োজন। আপনারা বহু বছর ধরে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় দেখেছেন, এবং তারপর এএপি দিল্লি দখল করেছে।

আপনারা আমাকে বারবার দেশ সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন এবং এখন একটি ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠন করে আমাকে দিল্লির সেবা করার সুযোগ দিন। বিজেপি দিল্লিকে কতটা আধুনিক করতে চায়, তার এক ঝলক দেখা যাবে এখানে দ্বারকায়।' প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, দিল্লিতে সমন্বয়ের সরকার দরকার, সংঘর্ষের নয়।

কলকাতা বইমেলায় উডস অ্যান্ড ওয়ান্ডার্স উন্মোচন, উৎসাহীদের ভিড়

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.) : আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় শুক্রবার অম্বুজা নেওটিয়া গোষ্ঠী - উডস অ্যান্ড ওয়ান্ডার্স উন্মোচন করেছে। এ নিয়ে বেশ সাড়া মিলেছে।

উৎসাহীদের ভিড় বেড়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে আরও গভীর সংযোগস্থাপনের জন্য এক আন্তরিক উদ্যোগ স্থাপন।

প্রসঙ্গতঃ উডস অ্যান্ড ওয়ান্ডার্স - প্রচার শুরুর সময় মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন হিডকোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন, আর্টিস্টিক ডিরেক্টর ও কোরিওগ্রাফার সুদর্শন চক্রবর্তী, খ্যাতনামা স্টাইলিস্ট অনুপম চ্যাটার্জী, ড. সৌতিক পান্ডা, রিয়েলটি অম্বুজা নেওটিয়ার সভাপতি প্রমোদ রঞ্জন দ্বিবেদী, রিয়েলটি অম্বুজা নেওটিয়ার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স বিজয়শঙ্কর দ্বিবেদী ও বিশিষ্টরা। অন্যদিকে, উডস অ্যান্ড ওয়ান্ডার্স স্টল - নং ২৮৬, প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য যেনচ৮ এক স্বর্গরাজ্য, যা তার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য ও উষ্ণতা দিয়ে দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করেছে। মূলতঃ একটি মনোমুগ্ধকর আলোকচিত্র প্রদর্শনী যা উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলের অপূর্ব সৌন্দর্য ধারণ করেছে, লাটাগুড়ির সবুজ ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার রত্নগুলিও দর্শনীয়।

সোনিয়ার বিতর্কিত মন্তব্যর পর মায়ের হয়ে সাফাই প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.) : সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে 'বিতর্কিত' মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। রাষ্ট্রপতির ভাষণের সমালোচনা করে তিনি তাঁকে ''বেচারা লেডি'' বলে কটাক্ষ করেন। এই নিয়ে মুখ খুললেন সোনিয়া গান্ধীর কন্যা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেছেন, আমার মা একজন ৭০-৮০ বছরের মহিলা, তিনি খুব সাধারণভাবেই বলেছেন যে রাষ্ট্রপতি এত দীর্ঘ বক্তৃতা পড়েছেন এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, বেচারা... তিনি (সোনিয়া গান্ধী) ভারতের রাষ্ট্রপতিকে সম্পূর্ণভাবে সম্মান করেন। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে এই ধরনের জিনিস সংবাদমাধ্যম ভুলভাবে উপস্থাপনা করছে।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয়ে সোনিয়া গান্ধীকে প্রশ্ন করা হলে, শুরুতে তিনি সরাসরি কিছু বলেননি। তবে, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দেখা যায়। এরপর, রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে সোনিয়া বলেন, ''এগুলো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি''। এরপর রাহুল গান্ধী বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণ একঘেয়ে ছিল। তখন সোনিয়া গান্ধী বলেন, ''বেচারা মহিলা... রাষ্ট্রপতিজি শেষের দিকে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।''

সোনিয়া গান্ধী যা বিশ্বাস করেন, তা-ই তো তিনি দেখবেন : গিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.) : সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে 'বিতর্কিত' মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। রাষ্ট্রপতির ভাষণের সমালোচনা করে তিনি তাঁকে ''বেচারা লেডি'' বলে কটাক্ষ করেন। রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে সোনিয়ার এই মন্তব্যের জন্য তীব্র কটাক্ষ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর মন্তব্যের বিষয়ে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, 'একজন যেমন উপলব্ধি করেন, তেমনই তিনি দেখেন- সোনিয়া গান্ধী যা বিশ্বাস করেন, তা-ই তো তিনি দেখবেন।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয়ে সোনিয়া গান্ধীকে প্রশ্ন করা হলে, শুরুতে তিনি সরাসরি কিছু বলেননি। তবে, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দেখা যায়। এরপর, রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে সোনিয়া বলেন, ''এগুলো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি''। এরপর রাহুল গান্ধী বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণ একঘেয়ে ছিল। তখন সোনিয়া গান্ধী বলেন, ''বেচারা মহিলা... রাষ্ট্রপতিজি শেষের দিকে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।''

নীতির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু কাউকে অসম্মান করতে পারেন না, সোনিয়াকে নিশানা শাম্ভবীর

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.) : সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে 'বিতর্কিত' মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। রাষ্ট্রপতির ভাষণের সমালোচনা করে তিনি তাঁকে ''বেচারা লেডি'' বলে কটাক্ষ করেন। রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে সোনিয়ার এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন এলজেপি (রাম বিলাস)-এর সাংসদ শাম্ভবী চৌধুরী।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর মন্তব্য সম্পর্কে এলজেপি (রাম বিলাস) সাংসদ শাম্ভবী চৌধুরী বলেছেন, রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে তিনি (সোনিয়া গান্ধী) কী অনুভব করেন সেই চিন্তাভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কুম্ভে নিখোঁজ হওয়া মানুষের বিষয় : অখিলেশ যাদব

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে ভক্তদের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। শুক্রবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কুম্ভে নিখোঁজ হওয়া মানুষের বিষয়। রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে অখিলেশ যাদব বলেছেন, 'এমন একটি নম্বর ইস্যু করা সরকারের দায়িত্ব যেখানে মানুষ ফোন করে নিজেদের প্রিয়জনের সম্পর্কে তথ্য পেতে পারে। সেখানে কিছু মানুষ এখনও রাস্তায় আটকে আছে। কুম্ভে আসা মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও ভারত সরকারের দায়িত্ব।'

অখিলেশ যাদব আরও বলেছেন, 'মহাকুম্ভে কত টাকা খরচ হয়েছে এবং সরকার আরও কত টাকা খরচ করবে তার তথ্য যদি বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উত্তর প্রদেশ সরকার বলছে, মহাকুম্ভ ২ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব আনবে। মহাকুম্ভ কি ব্যবসা করার জন্য সংগঠিত?'

কাশ্মীরে কঠোরতম শীতকাল শেষ, মেঘলা আকাশ বৃষ্টিপাতের আশা জাগিয়েছে

শ্রীনগর, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): টানা ৪০ দিনের ''চিল্লাই কালান'', যা কাশ্মীরে শীতের সবচেয়ে কঠিনতম সময় হিসাবে বিবেচিত হয়, তা বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। মেঘলা আকাশ বৃষ্টিপাতের আশা জাগিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে, উঁচু পাহাড়ে শুক্রবার তুষারপাতও হয়েছে। শীতের দাপট এখনও কমেনি কাশ্মীরে, শুক্রবারই শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগামে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পর্যটকদের অন্যতম প্রিয় স্থান গুলমার্গে এদিন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা হয়েছে মাইনাস ৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দক্ষিণ কাশ্মীরের কাজিগুন্দে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

মেধা অন্বেষার উদ্যোগে সাজেশন বই বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ জানুয়ারি: মেধা অন্বেষার উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সাজেশন বই বিলি করা হয়েছে। বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষা খোয়াই জেলা কমিটির ব্যবস্থাপনায় শুক্রবার সকাল ৯টায় তেলিয়ামুড়া অশ্বিনী কুমার স্মৃতি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হলো মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সাজেশন বিতরণ কর্মসূচি। তেলিয়ামুড়া মেধা অন্বেষার উদ্যোগে সাজেশন বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা তথা ত্রিপুরা সরকারের মূখ্য সচেতক কল্যানী সাহা রায়, মেধা অন্বেষার ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের রাজ্য কমিটির সদস্য পরিক্ষিত দে ,পুর্নিমা রায়,বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জীত কুমার দাস,প্রাক্তন শিক্ষক সজল ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

এদিন তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের তিন শতাধিক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরিক্ষার্থীদের হাতে এই সাজেশন বই তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্য সচেতক কল্যানী সাহা রায় বলেন, হলঘরে প্রবেশ করে উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীরা সামনের সাড়িতে এসে বসতে দেখে এর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন জীবনে চলার পথে সর্বদা সামনে এগিয়ে থাকতে হবে। সফল হতে গেলে সবসময় এগিয়ে থাকার মানসিকতা নিয়ে চলার পরামর্শ দেন ছাত্রছাত্রীদের। এছাড়াও বিএসইউ মেধা অন্বেষার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের পড়াশুনাতে মনোযোগী হতে এবং সবাই যাতে ভালো ফলাফল করে তার জন্য আহ্বান জানান।

সরস্বতী পুজোয় বাধা দেওয়ার ঘটনা মানতে পারছেন না স্পিকার

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কলেজের ছাত্রী ছিলেন সেই কলেজে সরস্বতী পুজোয় বাধা দেওয়ার ঘটনা মানতে পারছেন না বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তিনি সংবাদমাধ্যমে বলেন, যদি এমন হুমকি কেউ দিয়ে থাকে এবং সে কলেজের ছাত্র হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষের উচিত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া।স্পিকারের বক্তব্য, ""আমি জানি না কেন এমন কথাবার্তা বলা হয়েছে। আমি দেখেছি যখনই পশ্চিমবঙ্গে কোনও উৎসব হয় তখনই কোনও একটা অংশ থেকে আওয়াজ ওঠে এখানে নাকি পুজো করতে দেওয়া হয় না।""প্রসঙ্গত, যোগেশচন্দ্র কলেজে সরস্বতী পুজো করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের এক ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকের নজরদারিতে সরস্বতী পুজো হবে কলেজে। এই ঘটনায় মুখ খুলেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষও।

‘গরিবরা আরও গরিব হচ্ছে’, বাজেটের আগে মন্তব্য অভিষেকের

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): শনিবার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করবে তৃতীয় এনডিএ সরকার। তবে তাতে জনস্বার্থে কিছু হবে বলে আশা করছে না তৃণমূল। আর সেই নিয়ে কেন্দ্রকে ফের চাপে ফেলতে প্রস্তুত হচ্ছে তৃণমূল।শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগে দমদম বিমানবন্দরে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় সেটাই স্পষ্ট হল। তাঁর কথায়, “যেদিন থেকে মোদী সরকার ক্ষমতায় এসেছে, সেদিন থেকেই তো বাজেটের ফলাফল একটাই। গরিবরা আরও গরিব হয়েছে আর বড়লোকদের ধনসম্পদ আরও বাড়ছে।”১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার ভবিষ্যৎ ভারতের আর্থিক রোডম্যাপ তৈরি করতে বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এবার দেশের জিডিপির হার নিম্নমুখী হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে অর্থনৈতিক সমীক্ষায়। আর সেটাই উদ্বেগের। এই পরিস্থিতিতেই অভিষেক বাজেট নিয়ে যথেষ্ট হতাশা প্রকাশ করলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডাকঘরের টাকা না পেয়ে ফাঁপড়ে, রিপোর্ট চাইল হাই কোর্ট

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): ডাকঘর থেকে উধাও ১২ লক্ষ টাকা! স্থায়ী আমানত হিসাবে সেই টাকা জমা রাখলেও তা আর ফেরত পাননি বলে অভিযোগ সুরজিৎ পাল নামে এক যুবকের। শুক্রবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশ, ওই ঘটনায় কী তদন্ত হয়েছে, কী পদক্ষেপ করেছে পুলিশ, এক সপ্তাহের মধ্যে তা জানাতে হবে। ওই মামলার কেস ডায়েরি তলব করেছে হাই কোর্ট।

হকের টাকা পাননি বলে তিনি অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা করাতেও পারছেন না বলে সুরজিৎবাবুর অভিযোগ। বর্ধমানের জামালপুরের ওই ডাকঘরের বিরুদ্ধে টাকা প্রতারণার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন সুরজিৎবাবু। হাই কোর্টে তাঁর আর্জি, ওই টাকা ফেরত দেওয়া হোক।মামলাকারীর দাবি, ডাকঘর থেকে টাকা ফেরত না-পেয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েও কাজ হয়নি।

খাটাল নিয়ে নালিশ জানিয়ে পুরকর্মীর হুমকির মুখে অভিযোগকারী

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): খাটাল নিয়ে গত ১০ জানুয়ারি ’টক টু মেয়রে” অভিযোগ জানিয়ে স্বাস্থ্য দফতরেরই হুমকির মুখে পড়েছেন পুরসভার ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রণিৎ নিয়োগী। শুক্রবার টক টু মেয়রে একথা শোনার পর স্বাস্থ্য দফতরের ওই কর্মীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন ফিরহাদ হাকিম।

মেয়র পরিষ্কার ভাষায় বলেন, ’এ জিনিস বরদাস্ত করা হবে না। অভিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীকে হয় সিএমওএইচ সাসপেন্ড করবেন, নয় ওর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে।’

কলকাতা পুরসভার ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের হরিদেবপুরের ঘটনা। সংবাদমাধ্যমকে অভিযোগকারী বলেন, ’বাড়ির পাশেই খাটাল। এ নিয়ে গত ১০ জানুয়ারি টক টু মেয়রে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। এরপর স্বাস্থ্য দফতর থেকে ফোন আসে। সাহায্য করার পরিবর্তে অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেন, স্বাস্থ্য দফতরের কর্মী রণজিৎ চক্রবর্তী। এদিন টক টু মেয়রে সেকথা জানানোর পর তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।’

ফিরহাদ বলেন, ’আইনের উপরে কেউ নয়। খাটাল রাখা কলকাতায় বেআইনি। আমি নগরপালকে বলেছি খাটালগুলি তুলে ফেলার ব্যবস্থা করুন। সেখানে যদি আমাদের স্টাফ গিয়ে দালালি করে, নিশ্চয় আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করব।’ পরে ফিরহাদ বলেন, খাটাল বরদাস্ত করার প্রশ্নই ওঠে না। পুরসভা বা স্বাস্থ্য দফতর, যে বিভাগের কর্মীই এতে মদত দিন না কেন, তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।

সুন্দরবনের মহিলাদের স্বনির্ভর করতে পাটজাত দ্রব্য তৈরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হল বাসন্তীতে

বাসন্তী, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.) : কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির উদ্যোগে, কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু গবেষণা সংস্থা ও ন্যাশানাল জুট বোর্ডের সহযোগিতায় সুন্দরবনের মহিলাদের জন্য সুন্দরবন স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের উদ্বোধন হল শুক্রবার। এদিন বিকেলে বাসন্তীর কুলতলিতে এই সেন্টারের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু গবেষণা সংস্থার ডিরেক্টর গৌরাঙ্গ কর, ন্যাশানল জুট বোর্ডের ডেপুটি ডিরেক্টর দেবদূত মুখোপাধ্যায়, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার রিজিওনাল ম্যানেজার মনোজ কুমার ও কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটির চেয়ারম্যান লোকমান মোল্লা।

সুন্দরবনের প্রায় সমস্ত জমিই এক ফসলি। তাছাড়া মাঝে মধ্যেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই চাষবাসও নষ্ট হয় ফি বছর। এই পরিস্থিতিতে সংসার চালাতে এলাকার বহু মানুষই ভিনরাজ্যে কাজের জন্য পাড়ি দেন। সেখানে গিয়েও নানা বিপদের মধ্যে পড়তে হয় অনেককেই। কিন্তু এলাকায় বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকার কারণে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজই তাঁদেরকে করতে হয় কিছুটা বাধ্য হয়েই। অন্যদিকে এই এলাকার মহিলারা দীর্ঘক্ষণ নদীতে মিন ধরে বা মাছ ,কাঁকড়া ধরতে গিয়ে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যার শিকার হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে সুন্দরবনের মহিলাদের নানা ভাবে স্বনির্ভর করতে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে চলেছে কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটি। বাড়ির পুকুরে মাছ চাষ থেকে শুরু করে গ্রামের মহিলাদের রঙিন মাছ চাষে উৎসাহিত করে অনেককেই স্বনির্ভরতার দিশা দেখিয়েছেন তাঁরা। এবার পাটজাত দ্রব্য তৈরি প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদেরকে স্বনির্ভরতার নতুন পথ দেখাতে চান তাঁরা।

প্রাথমিকভাবে ২০ জন মহিলাকে কেন্দ্রীয় সংস্থায় প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে এই মহিলারা স্বনির্ভরতার দিশা দেখাতেই এলাকার অন্যান্য মহিলাদের এই কাজে উৎসাহিত করতে শুরু করেন লোকমান ও তাঁর সহযোগীরা। গ্রামের মহিলারা গৃহস্থালির কাজ সামলে এই কাজ করতে উৎসাহ দেখানোয় বাসন্তীতেই তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৫টি আধুনিক মেশিন কেনা হয়েছে সংস্থার তরফে। ১৫ জন মহিলাকে একসঙ্গে দফায় দফায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে সংস্থার তরফেই তাঁদেরকে কাঁচামাল সরবরাহ করা হবে এবং তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী এই সংস্থাই বিক্রির ব্যবস্থা করে দেবে। পাটজাত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখেই উৎসাহিত হয়েছে গ্রামের মহিলারা। কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু গবেষণা সংস্থার ডিরেক্টর বলেন, “ এটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামীতে আরও আরও মায়েরা, বোনেরা এই কাজে উৎসাহিত হবে।” ন্যাশাল জুট বোর্ডের ডেপুটি ডিরেক্টর বলেন, ‘তৈরি সামগ্রী বিভিন্ন মেলায় বিক্রির সুযোগ করে দেবো আমরা। সুন্দরবনের মহিলাদের স্বনির্ভরতা এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা।” কাজ শিখে কোনও মহিলা যদি নিজেই ব্যবসা করতে চান তার জন্য আর্থিক সহায়তার আশ্বাসও দিয়েছে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক। স্টেট ব্যাঙ্কের রিজিওনাল ম্যানেজার বলেন, “নারী শক্তির উত্থানের জন্য স্টেট ব্যাংক সবসময় সঙ্গে আছে। এই স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কোনও সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত আছি।” লোকমান বলেন, “এখানকার মহিলারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী, জঙ্গলে পাড়ি দিচ্ছেন। এঁদেরকে একটা সুস্থ জীবন উপহার দিতেই এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের সূচনা করা হল। আগামী দিয়ে সুন্দরবনের প্রতিটি গ্রামে একজন করে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য, যারা সেই এলাকার মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই কাজে উৎসাহিত করবেন এবং নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন।”

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তিনি আরও বলেন, গত এক দশকে এটাই প্রথম অধিবেশন, যেখানে বিদেশের কোনো অংশ থেকেই এ ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টার ঘটনা ঘটেনি।

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফনিভূষণ জমাতিয়া। সভাপতিত্ব করেন পূর্ব বামুটিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান নিখিলেশ দত্ত। অনুষ্ঠানে বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে বাজার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ১২টি ডাস্টবিন বাজার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ধর্মতলা থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত সরস্বতী ভান্ডারের উদ্যোগে চলন্ত ট্রামে পুস্তকমেলা

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.) : একেবারে অন্যরকম পুস্তকমেলা - বুকফেয়ার অন হুইলস, চলন্ত ট্রামে বইমেলা। বলাকা ট্রামের ভেতর নতুন ও পুরানো বই সংগ্রহ করে থরে থরে বইপ্রেমীরা সাজিয়েছেন। বলাকা অন্যান্য ট্রামের থেকে একটু আলাদা। ভেতরে রবি ঠাকুর থেকে শুরু আরও নানা বাংলার সাহিত্যিকদের ছবি দিয়ে সাজানো। এমন পরিবেশে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে হরেকরকমের বই। তবে সমস্ত বই কেনার জন্য নয়। বিনামূল্য বিতরণের জন্য রয়েছে। একশো শতাংশ ছাড়। বই প্রেমীদের এই সংগঠনের নাম সরস্বতী ভান্ডার। ট্রামটি ছাড়বে ধর্মতলা থেকে ও শ্যামবাজার হয়ে ফিরবে আবার ধর্মতলায়। মাঝপথে থামবে অনেক জায়গায়। কলকাতা অনাথ আশ্রমের ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। নিজেরাই সংগ্রহ করবে পড়াশোনার বই। অন্যতম উদ্যোক্তা ঋর্ণা ভট্টাচার্য্য এ প্রসঙ্গে বলেন, স্মৃতিকে আঁকড়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রামে বইমেলার আয়োজন ও সবরকমের উদ্যোগ গ্রহণ।

অজ্ঞাত গুরুদের সংবর্ধনা শ্যামথাপা ও সুকুমার সমাজপতিকে জীবনকৃতি সম্মান

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি. স.) : ভারতীয় ফুটবলের অজ্ঞাত গুরুদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। শুক্রবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফেডারেশন অফ ফুটবল কোচে”স ইন ইন্ডিয়া। এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সেইসঙ্গে বক্তারা জানান, পুরুলিয়ায় আদিবাসী অঞ্চলে বা বা গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় অখ্যাত স্কুল থেকেও প্রতিভা অন্বেষণ বা প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলার তুলে আনার কাজ চলছেই অগোচরে। প্রচারের আলো থেকে দূরে থেকেই দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা নিরলসভাবে এমন কাজ করছেন মূলতঃ তাদের সম্মান জানানোর উদ্যোগ। যাদের এই কাজ যুগ যুগান্ত ধরে বাংলা ও ভারতীয় ফুটবল”কে গৌরবান্বিত করেছে। তাদের চিহ্নিত করেছে ফেডারেশন অফ ফুটবল কোচেস ইন ইন্ডিয়া। তাদের কলকাতা প্রেস ক্লাবে সংবর্ধিত করা হয়েছে।একাধিক প্রথিতযশা কোচ, প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন আইএফ এ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত। মোট ১৫ জন আনসাঙ গুরু বা অজ্ঞাত কোচদের বিশেষ স্মারক দিয়ে এদিন সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছে। খ্যাতনামা ফুটবলার এবং বর্ষীয়ান কোচ শ্যামথাপা ও সুকুমার সমাজপতিকে জীবনকৃতি সম্মান জানানো হয়েছে।

যক্ষা রোগ প্রতিরোধে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যে শুরু টিকাকরণ

বাঁকুড়া, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.) : যক্ষা রোগ প্রতিরোধে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যব্যাপী টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এই কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

শুক্রবার বাঁকুড়া জেলা স্বাস্থ্য ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শ্যামল সোরেন একথা জানান। তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, আলিপুরদুয়ার, হাওড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও রামপুরহাট এই ৭টি স্বাস্থ্য জেলায় টিকাকরণ কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

জেলার টি.বি. আধিকারিক ডা. তন্ময় কুমার ঘোষ জানান, প্রথম দফায় রাজ্যের মোট ৬ লাখ ৮১ হাজার ব্যক্তিকে টিকা দেওয়া হবে। বাঁকুড়া স্বাস্থ্য জেলার বাঁকুড়া ও খাতড়া মহকুমায় ৩ হাজার যক্ষ্মা আক্রান্তকে টিকা দেওয়া হবে।

টিবি মুক্ত বাংলা, টিবি মুক্ত দেশ এই লক্ষ্যেই টিকাকরণ কর্মসূচি পরিচালিত হবে বলে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বিধাননগরে আংশিক ভাঙা হল বেআইনি বাড়ি

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে আবাসিকদের বাধার মুখে পড়ে বিধাননগর পুরসভা। তবে এদিন বাধা উপেক্ষা করে ভাঙার কাজ কিছুটা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বেআইনি বাড়ি ভাঙতে প্রয়োজনে আধাসেনা মোতায়েন করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার পুরসভার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগরে ওই নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। নির্দেশের পরই ঘটনাস্থলে যায় পুরসভার আধিকারিক। বিক্ষোভের মুখে পড়ে ফিরে আসেন তাঁরা। শুক্রবার ফের সেই নির্মাণ ভাঙতে গেলে বাধার মুখে পড়েন কর্মীরা। তবে একাংশ ভাঙার কাজ এদিন শুরু হয়েছে। বাসিন্দাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন আধিকারিকরা। ঘটনায় প্রবল উত্তেজনা ছিল এলাকায়।

শুক্রবার সকালে বেআইনি বিল্ডিং ভাঙতে এলে গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখান আবাসিকরা। বিধাননগর পুরনিগম এবং দক্ষিণ থানার পুলিশকে বিল্ডিংয়ের ভিতরে ঢুকতে বাধা দেন তাঁরা। মাইকে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। বাইরে থেকে ভাঙার কাজ করেন পুরকর্মীরা।এক আবাসিক বলেন, ’আমাদের আগে থেকে কোনও নোটিস দেওয়া হয়নি। অসুস্থ বাবা-মা ও বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় যাব। আমাদের সময় দেওয়া হোক।’ বিধাননগর পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার সুরজিৎ বসু বলেন, ’মামলাটা ২ বছর ধরে চলছিল। একবছর আগে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। মহামান্য আদালতের নির্দেশে আমরা নির্মাণটি ভাঙতে এসেছি। এই কাজ বন্ধ করার কোনও অধিকার আমার নেই। একদিনে ভাঙা হবে না। ধীরে ধীরে সেই কাজ করা হবে। তবে কাজ আমাদের করতেই হবে।’ওই এলাকায় আগেও অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়েছে। বছরখানেক আগে একটি ক্লাব ভাঙা নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। তবে পরে সেই নির্মাণটি ভেঙে ফেলা হয়। ওই এলাকার ৩৩৩টি অবৈধ নির্মাণ নিয়ে মামলা চলছে হাই কোর্টে। সেই আবহে এই নির্মাণটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ্য বিকশিত ভারত হওয়া।’

বাজেট অধিবেশনের শুরুতে সংসদের উভয় কক্ষে শুক্রবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, ’সমগ্র দেশ যাতে উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যের সম্ভাবনা দেখতে পায়, তার জন্য প্রথম অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।’ রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ’সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে দেশে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার আরোগ্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ক্যান্সার রোগীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দেখে, অনেক ক্যান্সারের ওষুধের উপর শুল্ক মকুব করা হয়েছে।’অপরদিকে, ভারতে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্ক রয়েছে। জোর দিয়ে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারতের মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক এখন ১০০০ কিলোমিটার মাইলফলক অতিক্রম করেছে। বাজেট অধিবেশনের শুরুতে সংসদের উভয় কক্ষে শুক্রবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, ’এয়ারলাইন কোম্পানিগুলি ১৭০০টি নতুন এয়ারক্রাফটের অর্ডার দিয়ে দেশের এভিয়েশন সেক্টর দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।’রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, ’উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল সংযোগ প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছে এবং এখন দেশ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত রেললাইনের মাধ্যমে সংযুক্ত হবে।’ রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, ’সাইবার নিরাপত্তায় দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য আমার সরকার ক্রমাগত কাজ করছে। ডিজিটাল জালিয়াতি, সাইবার ক্রাইম এবং ডিপফেক সামাজিক, আর্থিক এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুতর চ্যালেঞ্জ।’

বিদ্যুৎ বিল বকেয়া, সংযোগ বিচ্ছিন্নের নোটিশ আউশগ্রামের একাধিক স্কুলে

দুর্গাপুর, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.) : ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ শেষ হয়ে গেলেও এখনও কম্পোজিট গ্রান্ট এর টাকা মেলেনি। ফলে বিদ্যুৎ বিলসহ অন্যান্য জরুরি খরচ মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। দাবি এমনই। এক বছরের বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় এবার সংযোগ বিচ্ছিন্নের নোটিশ পাঠিয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের একাধিক স্কুল ইতিমধ্যেই এই নোটিশ পেয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে জল পাম্প বন্ধ হয়ে যাবে, যার ফলে থমকে যাবে মিড-ডে মিলের রান্না ও শৌচালয়। গ্রীষ্মকাল সামনে থাকায় পানীয় জল সরবরাহ নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, ২৯ জানুয়ারি বুদবুদ অফিসের সহকারী প্রকৌশলীর পক্ষ থেকে গুসকরা সার্কেলের বিভিন্ন স্কুলে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে রাঙাখোলা ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৩১৬০.১৫ টাকা , ধানতোড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগস্ট ২০২৩ থেকে জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত ৩৮৬৯.৫২ টাকা, ছোট রামচন্দ্রপুর (এমএসকে)-তে মার্চ ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত ৮৫২৬.৫৮ টাকা , ভাতকুন্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এপ্রিল ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত ২৭৭৭.৪২ টাকা, এবং লবনধর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগস্ট ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত ২৪৪৪.৮২ টাকা বকেয়া রয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন খরচ মেটাতে সমগ্র শিক্ষা মিশনের পক্ষ থেকে কম্পোজিট গ্রান্ট প্রদান করা হয়, যার ৬০ु অনুদান কেন্দ্রের এবং ৪০ु অনুদান রাজ্যের। শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই এই অনুদান আসার কথা থাকলেও ২০২৪ সালের বরাদ্দ এখনও স্কুলগুলির হাতে পৌঁছায়নি। ১০০ জন পড়ুয়ার স্কুলে ১০,০০০ টাকা , ২৫০ জন পড়ুয়ার স্কুলে ২৫, ০০০ টাকা , ৫০০ জন পড়ুয়ার স্কুলে ৫০,০০০ টাকা , ৭৫০-৯৯৯ জন পড়ুয়ার স্কুলে ৭৫,০০০ টাকা এবং ১০০০ জনের বেশি পড়ুয়ার স্কুলে ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের টাকা না মেলায় স্কুলগুলি চরম সংকটে পড়েছে।

স্কুলের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকরা জানান, বিদ্যুৎ বিল, চক-ডাস্টার, হাজিরা খাতা কেনার মতো ন্যূনতম খরচ চালাতেও বাধ্য হয়ে ধার করতে হচ্ছে। রাঙাখোলা ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ব্রজেন মণ্ডল ও ছোট রামচন্দ্রপুর ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিলাঞ্জন লাহা বলেন, “কম্পোজিট গ্রান্ট এর টাকা না আসায় বিদ্যুৎ বিল দেওয়া যায়নি। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে জল ও মিড-ডে মিল বন্ধ হয়ে যাবে, যা পড়ুয়াদের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।”

উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপুর মহকুমা আহ্বায়ক সুচিত্রা মাজি বলেন, “সরকারি বরাদ্দ না থাকলে বিদ্যুৎ বিল মেটানো হবে কীভাবে? এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ সংযোগই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এটা আসলে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র।”এদিকে, পূর্ব বর্ধমান প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের ডিআই দেবব্রত পাল জানান, “নোটিশ পাওয়া স্কুলগুলির সংশ্লিষ্ট সার্কেলের এসআই-দের বিষয়টি জানাতে বলা হয়েছে। তারা প্রতিবেদন দিলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা অবিলম্বে বকেয়া গ্রান্ট মঞ্জুর করার দাবি জানিয়েছেন, যাতে প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে সমস্যা না হয়।

সম্পাদক

● প্রথম পাতার পর

সিপিআইএমের এই কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। প্রকাশ্য জনসম্মেলন করতে ভেনু নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছে রাজ্য সরকার। শেষ মূহুর্তে এসে উমাকান্ত মাঠের আবেদন খারিজ করেছে। এমনকি, ধর্মনগর, সাব্রুম, কমলপুর, সহ একাধিক জায়গা থেকে আগত সিপিআইএমের কর্মী সমর্থকদের বাঁধা দেওয়া হয়েছে। এমনকি পথ আটকে রাখা হয়েছে। খোয়াই এবং কমলপুরে কর্মী সমর্থকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, মহাকরণ থেকে গ্রামপঞ্চায়েত পর্যন্ত কমিশন অর্থাৎ ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ হয় না। কমিশনের সাথে বিজির মুষ্টিমেয় কিছু লোক দায়ী রয়েছেন। বিজেপি সরকার মানেই কমিশনের সরকার। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, রাজ্যে গনতন্ত্রের পবিত্র ভূমি হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া, রাজ্যে হিংসার রাজনীতি বন্ধ করা হবে বলেও দাবি করেন তিনি। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে একটিও কাজের কাজ করেন নি তিনি।

এদিন তিনি আরো বলেন, আগামী এপ্রিল মাসে পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আজ সিপিআইএমের ৬০ জনের কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। তারমধ্যে ১৪ জন নতুন সম্পাদক মণ্ডলী তৈরী হুয়েছে। তাছাড়া, আগামী সর্বভারতীয় সম্মেলনের জন্য ৪০ জন প্রতিনিধি এবং ২ জন অবজারভার নির্বাচিত হয়েছে বলে জানান তিনি।

সাসপেন্ড

● প্রথম পাতার পর

কর্তব্য প্রতিপালনের গাফিলতির দরুন শিক্ষামূলক ভ্রমণ থেকে ফেরার পথে শিক্ষার্থীদের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার কার্যালয়ের গোচরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তরকে এবিষয়ে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে দপ্তর এক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা বজায় থাকে। রাজ্য সরকার শিক্ষার্থীদের জন্য ভয়মুক্ত ও সুরক্ষিত শিক্ষা-পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দেবালয়ে চুরি

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। আজ সকালে বিষয়টি সব্রুম থানার পুলিশকে জানানো হলে, তারা ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেন। ইতিমধ্যে এলাকাবাসী চোরদের দ্রুত গ্রেফতার এবং দেবালয়গুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি তুলেছেন।

প্রসঙ্গত, এটি প্রথম নয়; এর আগেও বেশ কয়েকটি দেবালয়ে চুরির ঘটনা ঘটেছে, যা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, দোষীদের শনাক্ত করতে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে এবং অচিরেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তি জারি

● প্রথম পাতার পর

২০১ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিয়োগ করার লক্ষ্যে গতকাল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগ। ওই বিভাগগুলোতে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারেন।

AFFIDAVIT

I SMT. LIPIKA CHOWDHURY, W/O- Sri Pradip Chaudhury, resident of Dhaleswar, Road No.9. P.O. Dhaleswar. P.S. East Agartala, District- West Impura. Pin-799007, by religion- Hindu, by Profession-Housewife, aged about 51 years, a Citizen of India do hereby solemnly affirm on oath and declare as follows:
That, my actual name is "LIPIKA CHOWDHURY"
This is true to my knowledge.
That. my some relevant documents. Papers, certificates my name and surname has been recorded as "LIPIKA CHAUDHURY" in place of "LIPIKA CHOWDHURY"
This is true to my knowledge.
That. LIPIKA CHOWDHURY & LIPIKA CHAUDHURY is same female person and identical one ile. myself. ... This is true to my knowledge.
That. I swear this affidavit for avoiding any kind of dispute regarding my name & surname in future:
This is true to my knowledge.
In acknowledgement whereof I sign this Affidavit today the 31st day of January. 2025 A.D. before the Notary Public at Agartala Court premises, Agartala, West Tripura.

Sd/
Lipika Chowdhury

ধলাই এস.পি ও জেআরসি-র বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আবারও জয় অর্জন করলো জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার আমবাসার দশমীঘাট গ্রাউন্ডে জেআরসি দল প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে মুখোমুখি হয় ধলাই এস.পি একাদশের সঙ্গে। দারুণ বিষয় হলো টসে জয়লাভ করে ধলাই এস.পি একাদশের অধিনায়ক মানবেন্দ্র চৌধুরী ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করতে নেমে ধলাই এস.পি ক্রিকেট টিমের ব্যাটসম্যানরা সীমিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৩৮ রান। ব্যাট হাতে সুব্রত সরকারের অপরাজিত ৬৬ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, বাকি ব্যাটসম্যানরাও চেষ্টা করেন স্কোরবোর্ডে রান সংগ্রহ করার জন্য। জে আর সি-র হয়ে অধিনায়ক অভিষেক দে ২১ রানে এবং অঙ্কিত কুমার ২৫ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। ম্যাচ শুরুর প্রথম দুই বলে নির্ভরযোগ্য দুই ব্যাটসম্যানকে প্যাভেলিয়নে ফেরত পাঠিয়ে অভিষেক দে দারুন চমক দিয়েছিল। এছাড়া, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, মনোজিৎ দাস ও সায়ন দাস প্রত্যেককে একটি করে উইকেট পেয়েছে। জয়ের জন্য জে আর সি-র সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৩৯ রানের। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই সাংবাদিক বিনোদন ক্লাবের ক্রিকেটাররা সাবলীল গতিতে রান সংগ্রহ করতে থাকেন। শেষ পর্যায়ে টানটান উত্তেজনা পূর্ণ পরিস্থিতিতে অন্তিম বল পর্যন্ত খেলে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। শেষ তিন বলে জয়ের জন্য ১৮ রানের প্রয়োজন, এমন অবস্থায় জেআরসির ব্যাটার্সরা কর্তৃত্বপুর্ণ জয় তুলে নেয়। প্রকৃত অর্থে জয় যেন ক্রিকেটেরই হয়েছে। জেআরসি-র পক্ষে সুকান্ত সাহার অপরাজিত ৪০ রান, মনোজিৎ দাসের ৩৭ রান এবং প্রসেনজিৎ সাহার ৩২ রান যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। ধলাই এসপি দলের প্রনয় সিনহা ও উদয়ন দাস দুটি করে এবং তন্ময় দে, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ও ধনেশ দেববর্মা প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। প্রীতি ম্যাচে ধলাই এস.পি ক্রিকেট টিম-এর মানবেন্দ্র, জয়ন্ত, বিশ্বজিৎ, মিঠুন, ধনেশ, বিকাশ, প্রণয়, তন্ময়, সুব্রত, উদয়ন, নন্দন যেমন খেলেছেন, তেমনি দারুন পারফরম্যান্সের পরিচয় দিয়েছেন জেআরসি-র অভিষেক, সুব্রত, বিশ্বজিৎ, বাপন, দিব্যেন্দু, মিলটন, মনোজিৎ, প্রসেনজিৎ, অঙ্কিত, সায়ন, সুকান্ত, অনির্বাণ, রাজেশ প্রত্যেকে। আম্পায়ারের ভূমিকায় ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রাজেশ সূত্রধর ও সুদীপ দাশগুপ্ত।

ম্যাচের পর হলো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। ম্যান অব দ্যা ম্যাচের খেতাব হিসেবে সুকান্ত সাহার হাতে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত এসডিপিও নিরুপম দত্ত, অ্যাডিশনাল এসপি মানবেন্দ্র চৌধুরী, ওসি আমবাসা পিএস নন্দন দাস, ডিএসপি সাবির আহমেদ, ডিএসপি শ্রীমতি অলিভিয়া দেববর্মা, ওসি বিশ্বজিৎ দাস, এসআই প্রকৃত জমাতিয়া, জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স ট্রফি তুলে দেন। খেলা শুরুতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এসপি ধলাই মিহির লাল দাস, ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সাংবাদিক পরাশর বিশ্বাস প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। দিনটি এক দারুণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলেন দুই দলের সদস্যরা। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় এসপি ধলাই মিহির লাল দাস এবং জেআরসি-র সম্পাদক অভিষেক দে, এমন ম্যাচ যাতে আগামীতে আরও হয় তার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক আন্তঃ হোষ্টেল ফুটবল টুর্নামেন্টে একলব্য চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বীরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে শুক্রবার সকালে বিলোনীয়া বি কে আই সিন্থেটিক ফুটবল মাঠে দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক আন্তঃ হোষ্টেল ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। জনজাতি ভিত্তিক ছাত্রদের মধ্যে আন্তঃ হোষ্টেল টুর্নামেন্টে জেলার তিনটি দল অংশগ্রহণ করে। তিনটি দলের মধ্যে ২ টা করে ম্যাচ হয়।প্রথম খেলায় বিকেআই হোষ্টেলের ছাত্ররা শান্তির বাজার ইএম আর এস (একলব্য) আবাসিকের ছাত্রদের মুখোমুখি হয়। উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচে একলব্য বিদ্যালয়ের ছাত্ররা একমাত্র গোলে বি কে আই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হারিয়ে দেয়। দ্বিতীয় খেলায় ইএম আর এস (একলব্য) হোস্টেলের ছাত্ররা সাব্রুম ডিডিএম আর ছাত্রদের ১-০ গোলে হারিয়ে জেলা ভিত্তিক টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হয়ে রাজ্য ভিত্তিক খেলার ছাড়পত্র পায়। বিকেআই হোস্টেলের ছাত্ররা প্রথম খেলায় হেরে গেলেও দ্বিতীয় খেলায় সাব্রুমের ডিডিএম আর হোস্টেলের ছাত্রদের ৪-০ গোলে হারিয়ে রানার্স আপ হয়।শুক্রবার সকালে বিলোনীয়া বিকেআই সিন্থেটিক ফুটবল মাঠে জেলা ভিত্তিক আন্তঃ হোস্টেল ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা জনজাতি উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ফুটবল প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ,বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলা শাসক ও সমাহর্তা স্মিতা মল এম এস, মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস।

জেলা ভিত্তিক ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে অতিথিরা মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং বীরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আলোচনা রাখতে গিয়ে অতিথিরা বলেন, নিজেদের মধ্যে সমন্বয় এবং সৌভাতৃত্ব তৈরি করতে এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।খেলাধূলা শরীর এবং মন দুটোই ভালো থাকে। শুধুমাত্র প্রতিযোগিতা করলে হবে না।জনজাতি উন্নয়ন দপ্তরকে উৎসাহী খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে খেলার সামগ্রী প্রদান করার দাবি জানান অতিথিরা। জেলা সভাধিপতি বলেন, খেলাধূলা উন্নয়নে এবং ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহী করে তুলতে জেলার প্রতিটি বিদ্যালয়ে খেলার প্রয়োজনীয় সামগ্রী অতিদ্রুত বিতরণ করা হবে বলে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের আশ্বস্ত করেন। টুামেন্ট শেষে অতিথিরা চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন।

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে পোলস্টারের বিপক্ষে সহজ জয় পেলো এডি নগর পি.সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুক্রবার মুখোমুখি হয় পোলস্টার ক্লাব ও এডি নগর। দুই দলের এই ম্যাচে এদিন এডি নগর আট উইকেটে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ পোলস্টার ক্লাবকে। সকালে পরাজিত দল টসে জিতে প্রতিপক্ষের বিপক্ষে জয় ছিনিয়ে নিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ।কিন্তু দলের ব্যাটসম্যানরা ব্যাট হাতে নিয়ে বড় অংকের রান তুলতে কার্যত ব্যর্থ হয়। এরপরে ও ওপেনিং জুটির ব্যাটসম্যান সৌম্যদীপ দে এর ২২ রান ও মিডিল অর্ডারে উদয়ন পাল এর অপরাজিত ৪২ রানের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ২৯ রানের সাহায্যে ১০৩ রান তুলে শত রানের গণ্ডি অতিক্রম করে পোলস্টার। এডি নগর বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ পাঁচটি উইকেট পেল ময়ূক চৌধুরী। জবাবে এডি নগর জয়ের জন্য ১০৪ রানের টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নেমে মাত্র দুইজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১০৭ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নেয়। মূলত সৌমজিৎ সরকারের অপরাজিত ৪০ রানের সাহায্যে এদিন সহজ ছিনিয়ে নেয় এডি নগর। এছাড়াও ব্যাট হাতে নিয়ে রান পেল শুভ্রজিৎ পাল (২৩*) ও ময়ূক চৌধুরী (২৪)।

ভিড়! ধাক্কাধাক্কিতে পদপিষ্ট বহু, 'কুম্ভমেলা' হতে হতে বেঁচে গেল দিল্লির রঞ্জি ম্যাচ

১৩ বছর পর রঞ্জি খেলতে নেমেছেন বিরাট কোহলি। তাঁকে দেখতে ভিড় উপচে পড়েছে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। মাঠে ঢোকার লাইনে হুড়োহুড়ি হয়। পদপিষ্ট হয়ে আহত হয়েছেন বহু দর্শক। কুম্ভমেলায় প্রবল ভিড়ে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। দিল্লির রঞ্জি ম্যাচেও যা পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাতে বড় দুর্ঘটনা ঘটতেই পারত। খেলা চলাকালীন মাঠেও ঢুকে পড়েন এক যুবক।

কোহলির খেলা যাতে বেশি সংখ্যক মানুষ দেখতে পারেন, সেই কারণে এই ম্যাচের কোনও টিকিট রাখেনি দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা। ফলে সকাল ৮টা থেকেই স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড় জমতে শুরু করে। তিনটি গেট দিয়ে দর্শকদের মাঠে ঢোকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই কারণেই এক একটি গেটের বাইরে ভিড় অনেক বেশি ছিল। সকাল ৯টা নাগাদ গেট খোলা হয়। টিকিট না থাকায় সকলেই আগে মাঠে ঢুকে ভাল জায়গায় বসার চেষ্টা করছিলেন। সেই কারণেই হুড়োহুড়ি শুরু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অনেকে ঠেলাঠেলি করতে শুরু করেন। তার ফলে লাইনের সামনের দিকে থাকা দর্শকেরা সমস্যায় পড়েন। অনেকে আপত্তি জানান। তাতেও সমস্যা মেটেনি। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। তাতে অনেকে মাটিতে পড়ে যান। তাঁদের উপর দিয়ে কিছু দর্শক যাওয়ার চেষ্টা করেন। পদপিষ্ট হয়ে অনেকে আহত হন। অনেক দর্শকের কোলে বাচ্চা ছিল। ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত। বরাতজোরে বেঁচে যান সকলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খান নিরাপত্তারক্ষীরা। এক জন নিরাপত্তারক্ষীও আহত হয়েছেন। এই ঘটনার পরে ক্ষোভ দেখান অনেক দর্শক। পুলিশের কয়েকটি বাইকও ভাঙচুর হয়। ঘটনা শেষে দেখা যায়, ধাক্কাধাক্কি ও পদপিষ্টের প্রমাণ হিসাবে স্টেডিয়ামের গেটের বাইরে অসংখ্য জুতো পড়ে রয়েছে। ভিড় সামলাতে বাধ্য হয়ে আরও একটি গেট খুলতে হয়। আহতদের উদ্ধার করে মাঠেই তাঁদের চিকিৎসা হয়। তাঁদের অনেককে বাড়িও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

ম্যাচ শুরু হওয়ার পরে দর্শকদের উন্মাদনা আরও বাড়ে। যত বার জায়ান্ট স্ক্রিনে কোহলিকে দেখানো হয়েছে, তত বার চিৎকার হয়েছে। দিল্লি প্রথমে বল করছে। সুতরাং মাঠেই রয়েছেন কোহলি। স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা কোহলিকে ছুঁতে মাঠে নেমে পড়েন এক যুবক। কোহলিকে প্রণাম করেন তিনি। তার পরে তাঁকে ধরে বাইরে নিয়ে যান নিরাপত্তারক্ষীরা। এই ঘটনার পরে দেখা যায়, বাউন্ডারির বাইরে পায়চারি করছেন নিরাপত্তারক্ষীরা। কোনও ভাবেই যাতে দ্বিতীয় বার এই ঘটনা না ঘটে তার জন্য সতর্ক রয়েছেন তাঁরা। প্রয়াগরাজে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছে। মৌনী অমাবস্যায় 'শাহি স্নান' উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল থেকেই পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়তে শুরু করে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের মেলাপ্রাঙ্গণে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে ভিড়ও। রাত ১২টার পর থেকেই ভিড়ের ছবিটা বদলাতে শুরু করে। রাত ২টো নাগাদ পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়।

টিকে রইল ম্যান সিটি

শেষ হল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্ব। আট ম্যাচ পরে প্রথম তিনে শেষ করল যথাক্রমে লিভারপুল, বার্সেলোনা ও আর্সেনাল। তারা সরাসরি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে। কোনও রকমে শেষ ১৬-র দৌড়ে টিকে রইল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, রিয়াল মাদ্রিদ ও বায়ার্ন মিউনিখ।শেষ পর্বের ম্যাচে পিএসভি-র মুখোমুখি হয়েছিল লিভারপুল। আগেই শীর্ষস্থান নিশ্চিত করে ফেলায় এই ম্যাচে দ্বিতীয় সারির দল নামিয়েছিলেন কোচ আর্নে স্লট। তার পরেও কডি গ্যাকপো লিভারপুলকে এগিয়ে দেন। পাঁচ মিনিট পরে সমতা ফেরান জোহান বাকায়োকো। তার পাঁচ মিনিট পরে আবার ইংল্যান্ডের ক্লাবকে এগিয়ে দেন হার্ভে এলিয়ট। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ দিকে জোড়া গোল করে পিএসভি। ইসমাইল সাইবারি ও রিকার্ডো পেপি দলকে এগিয়ে দেন। ৮৭ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় আমারা নাল্লোকে। ২-৩ গোলে হারে লিভারপুল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বার্সেলোনা নিজেদের শেষ ম্যাচ ড্র করে আটালান্টার বিরুদ্ধে। স্পেনের ক্লাবের হয়ে লামিন ইয়ামাল ও রোনাল্ড আরাউজো গোল করেন। আটালান্টার হয়ে দু'বার সমতা ফেরান এডেরসন ও মারিয়ো পাসালিচ। ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র হয়। পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে বার্সা।

দশমীঘাটকে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে জিবি প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন কাম ব্যাক জিবি প্লে সেন্টারের। সদর অনূর্ধ পনেরো ক্রিকেটে দশমীঘাট কোচিং সেন্টার কে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে জিবি প্লে সেন্টার। আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জিবি প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভার খেলা সম্ভব হয়নি। তবে ১৭ বল বাকি থাকতে ৩২৬ রানে ইনিংস যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে তুলে। দলের পক্ষে অভয় দেবের ৮৩ রান, ঋদ্ধিমান দাসের ৭০ রান ও উদয় চৌধুরীর ৩৯ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। অভয় ৬৬ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৩ রান পায়। ঋদ্ধিমান ৭০ রান সংগ্রহ করে ৫১ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। দশমী ঘাটের জয়ন্ত সাহা ও রাতুল দে দুজনেই তিনটি করে উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দশমী ঘাটের ব্যাটার্সরা ৩৫ ওভার খেলে ১০৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে ওপেনার অর্ণব দাস ২১ রান এবং অতিরিক্ত খাতে ৩২ রান না পেলে স্কোর শতরানের গণ্ডি অতিক্রম হতো না। জিবি প্লে সেন্টারের কৃপাশময় দেব রায়ের (৯-৩-২৯-৫) বোলিং ছোবলে দশমী ঘাট বেশি দূর এগোতে পারিনি। দারুণ বোলিং পারফরম্যান্সে কৃপাশময় প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে বাধারঘাটকে রেকর্ড রানে হারালো তরুণ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সায়ন্তন রায়ের মারমুখী অপরাজিত ১৫৮ রানের সাহায্যে সদর অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে রেকর্ড রানের ব্যবধানে জয় পেল তরুণ সংঘ। শুক্রবার নেপকো মাঠে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত চলতি এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী তরুণ সংঘের মুখোমুখি হয় বাধারঘাট। দুই দলের এই ম্যাচে বাধারঘাট কে ৪৩৫ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে তরুণ সংঘ। সকালে তরুণ সংঘ টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ওভারে চারজন হারিয়ে সংগ্রহ করে নিশ্চিত জয় পাওয়ার মতো রান ৪৫৫। তাদের সংগ্রহীত এই রানের মধ্যে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত রান ছিল ৫০। সৃজনদীপ দাস ছাড়া তরুণ সংঘের প্রথম সারির পাঁচ ব্যাটসম্যান এদিন দলকে জয় এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাট হাতে নিয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এরমধ্যে সায়ন্তন রায়ের অপরাজিত মারমুখী ১৫৮ রান ছিল উল্লেখযোগ্য। ইনিংসে সায়ন্তন মাত্র ৭৫ টি বল মোকাবেলা করে ২৪ টি ৪ ও ৫ টি ৬ এর সাহায্যে এই রান সংগ্রহ করে। এছাড়াও ওপেনিং জুটির দুই ব্যাটসম্যান ভেদাব্রত বণিক(৬২)ও অনুপম ঘোষ(৪৬) এবং মিডিল অর্ডারে শুভম দেবনাথ(৪৬) ও শুভ্রজিত সাহা(৮৪*) চমৎকার ব্যাটিং করে এদিন। জবাবে জয়ের জন্য ৪৫৬ রানের বিশাল টার্গেট নিয়ে বাধারঘাট ব্যাট করতে নেমে মাত্র ২০ রানে লড়াই থামিয়ে নিতে বাধ্য হয়। অংশুমান দাসের বিধংসী বোলিং এর সামনে বাধারঘাটের কোন ব্যাটসম্যানের পক্ষেই এক অঙ্কের রানের গণ্ডি অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। দলের ছয় জন ব্যাটসম্যান শূন্য হাতেই এদিন প্যাভিলিয়নমুখী হতে বাধ্য হয়।

রঞ্জি ট্রফি : চালকের আসনে মহারাষ্ট্র নিশ্চিত লিড হারানোর চাপে ত্রিপুরা

ত্রিপুরা- ২৭০ মহারাষ্ট্র-২৩৫/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লিড নেওয়ার পথে স্বাগতিক মহারাষ্ট্র। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে শনিবার সকালে লিড নিয়ে সরাসরি জয়ের জন্য ঝাপাবে মহারাষ্ট্র। রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে। সোলাপুরের ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার ২৭০ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে স্বাগতিক মহারাষ্ট্র ৩ উইকেট হারিয়ে ২৩৫ রান করে। মহারাষ্ট্র এখন ৩৫ রানে পিছিয়ে রয়েছে। ত্রিপুরার কেনো বোলার মহারাষ্ট্রের ব্যাটসম্যানদের চাপে ফেলতে পারেননি। প্রথম দিনের ৫ উইকেটে ২৩০ রান নিয়ে খেলতে নেমে শুক্রবার দিনের শুরু থেকেই ক্রমাগত উইকেট হারাতে থাকে ত্রিপুরা।এবং দল গুটিয়ে যায় ২৭০ রানে। ত্রিপুরার পক্ষে শরৎ ১৪৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭১, রজত দে ৬৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ এবং শংকর পাল ২০ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। মহারাষ্ট্র এর পক্ষে আর এন গুরবানি ৩৭ রানে এবং ওয়ালুঞ্জ ৬৭ রানে ৪ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে মহারাষ্ট্র ৭২ ওভার ব্যাট করে ৩ উইকেট হারিয়ে ২৩৫ রান করে। দলের পক্ষে এস এ বীর ২১৯ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৩, যশ ১২৯ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭১, এ আর বাওয়ানে ২৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ এবং পি এইচ শাহ ৫৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে মনি শঙ্কর মুড়া সিং, অজয় সরকার এবং শংকর পাল একটি করে উইকেট দখল করেন।

প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ইন্টার সাব ডিভিশনাল টি-১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব কমিটির ব্যবস্থাপনায় আগামী ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি দুই দিনব্যাপী ইন্টার সাব ডিভিশনাল মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে। এবারের খেলা হবে টি-১০ ফরম্যাটে ভোলাগিরি গ্রাউন্ডে, টেনিস বল-এ এবং প্রতি খেলোয়াড় সর্বাধিক দুই ওভার করে বল করতে পারবেন। এবারের টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন্স এবং রানার্স-আপ ট্রফি সহ প্রতিটি ম্যাচে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের পুরস্কার সহ ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট, বেস্ট বোলার, বেস্ট ব্যাটসম্যান, বেস্ট ফিল্ডারকেও ট্রফিতে পুরস্কৃত করা হবে। অংশ নিতে ইচ্ছুক মহকুমা ও জেলা স্তরের প্রেসক্লাব সমূহকে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আগরত প্রেসক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে অথবা স্পোর্টস কমিটির কনভেনর অভিষেক দে-র সঙ্গে যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রয়োজনে এই নম্বরে (৯৮৬৩০৪৮৭৫৬) হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেও প্রতি দলে অন্ততপক্ষে ১২ জনের (সর্বোচ্চ ১৫ জনের) নাম পাঠিয়ে জেলা এবং মহকুমা প্রেসক্লাবের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। আজ, শুক্রবার দুপুরে আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, কনভেনর অভিষেক দে প্রমূখ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান। গতবছর প্রথমবারের মতো আগরতলা প্রেসক্লাবের স্পোর্টস সাব কমিটির উদ্যোগে আন্তঃ সাব ডিভিশনাল মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করে ইতিহাস রচনা করেছিলেন।

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে জুয়েলসকে হারালো মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। আগরতলায় চলছে এখন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুক্রবার জয়নগর আম্বেদকর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর মাঠে মুখোমুখি হয় জুয়েলস ও মডার্ন। দুই দলের এই ম্যাচে জুয়েলস ৩০ রানে পরাজিত করে মডার্নকে।সকালে জুয়েলস টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ২৩২ রান। দলের মিডিল অর্ডার দুই ব্যাটসম্যান কৃষ ভৌমিকের ৬১ রান ও অভয় দেব সিং এর ৫৬ রানের সাহায্যে লড়াই করার মত এই রান তুলতে সক্ষম হয় জুয়েল। মর্ডানের বোলারদের মধ্যে সৌমজিৎ চক্রবর্তী ৪২ রান দিয়ে সর্বোচ্চ চারটি উইকেট নেয়। জবাবে জয়ের জন্য ২৩৩ রানের টার্গেট নিয়ে মডার্ন ব্যাট করতে নেমে ২০২ রানে লড়াই শেষ করে নিতে বাধ্য হয়। তবে এদিন মডার্নের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ব্যাট হাতে নিয়ে দলকে জয় এনে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেও ব্যস্ত হলেন দুই সফল ব্যাটসম্যান প্রিতম সাহা ও রণবীর দাস। ইনিংসে প্রীতম ৬৮ রান ও রণবীর ৫১ রান করে। দুই দলের বোলারদের মধ্যে অভয় কান্তি মোদক চারটি, রাজদীপ দেব তিনটি ও কৃষ ভৌমিক নেয় দুটি করে উইকেট।

রানের মাইলফলকে স্মিথ

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দু'টি নজির গড়লেন স্টিভ স্মিথ। এ দিন প্রথম রান করার সঙ্গে সঙ্গে টেস্টে ১০ হাজার পূর্ণ করেন তিনি। একই সঙ্গে শতরান করে সুনীল গাওস্করকেও টপকে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক।

ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে চেনা ফর্মে ছিলেন না স্মিথ। সিডনি টেস্টে তিনি আউট হওয়ার সময় টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর রান ছিল ৯৯৯৯। ১০ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করতে ১ রান দরকার ছিল তাঁর। ঘরের মাঠে তা না হওয়ায় হতাশ ছিলেন স্মিথ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে প্যাট কামিন্সকে বিশ্রাম দেওয়ায় শ্রীলঙ্কা সফরে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্মিথ। নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েই আবার চেনা ফর্মে পাওয়া গেল তাঁকে। বুধবার বিশ্বের ১৫তম ক্রিকেটার হিসাবে টেস্টে ১০ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁলেন তিনি। স্মিথ এবং উসমান খোয়াজার শতরানের সুবাদে প্রথম দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান ২ উইকেটে ৩৩০। ওপেন করতে নেমে ১৪৭ রানে অপরাজিত আছেন খোয়াজা। তিনিও বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে ফর্মে ছিলেন না। কিন্তু শ্রীলঙ্কার মাটিতে প্রথম ইনিংসেই রান পেলেন। ১০টি চার এবং ১টি ছয় মেরেছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার অপর ওপেনার ট্রেভিস হেড করেছেন ৫৭। তিন নম্বরে নেমে মার্নাস লাবুশেন (২০) অবশ্য রান পেলেন না। তবে প্রিয় চার নম্বরে চেনা ফর্মে স্মিথ। দিনের শেষে অপরাজিত রয়েছেন ১০৪ রানে। খোয়াজার মতো তাঁর ব্যাট থেকেও এসেছে ১০টি চার এবং ১টি ছয়। খোয়াজা-স্মিথের তৃতীয় উইকেটের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে উঠেছে ১৯৫ রান। শ্রীলঙ্কার কোনও বোলারই সুবিধা করতে পারেননি গলের ২২ গজে।

এই নিয়ে টেস্টে ৩৫তম শতরান করলেন স্মিথ। টপকে গেলেন গাওস্করের ৩৪টি টেস্ট শতরানের নজির। আর একটি শতরান করলে তিনি স্পর্শ করবেন জো রুট এবং রাহুল দ্রাবিড়কে। টেস্টে সবচেয়ে বেশি ৫১টি শতরান রয়েছে সচিন তেন্ডুলকরের। দ্বিতীয় স্থানে থাকা জাক কালিসের শতরানের সংখ্যা ৪৫। রিকি পন্টিং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ৪১ শতরান করে। তালিকায় চতুর্থ স্থানে কুমার সঙ্গাকারা। তাঁর টেস্ট শতরানের সংখ্যা ৩৮। তাঁর পর যৌথ ভাবে রয়েছেন রুট এবং দ্রাবিড়। স্মিথ আপাতত সপ্তম স্থানে থাকলেন।

ক্রমতালিকায় বড় লাফ বরুণের

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়েছেন বরুণ চক্রবর্তী। মঙ্গলবার ভারতীয় দল হারলেও ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্পিনার। এই সাফল্যের সুবাদে বোলারদের ক্রমতালিকাতেও বড় লাফ দিয়েছেন বরুণ। পাশাপাশি, রাজকোটে একটি নজিরও গড়েছেন।

শুধু রাজকোটে ৫ উইকেট নয়। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০ ওভারের সিরিজে বেশ ভাল ফর্মে রয়েছেন বরুণ। তাঁর স্পিন খেলতে সমস্যায় পড়ছেন ইংরেজ ব্যাটারেরা। তিনটি ম্যাচের পর তাঁর উইকেট সংখ্যা ১০। তাঁর এই সাফল্যের প্রভাব পড়েছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) টি-টোয়েন্টির বোলারদের ক্রমতালিকায়। ক্রমতালিকায় এক লাফে ২৫ ধাপ এগিয়েছেন বরুণ। চলে এসেছেন প্রথম পাঁচ জনের মধ্যে। ৬৭৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বরুণ রয়েছেন পাঁচ নম্বরে। এটাই তাঁর ক্রিকেটজীবনের সেরা। ক্রমতালিকায় শীর্ষে রয়েছেন ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭১৮।

রাজকোটে আরও একটি নজির গড়েছেন বরুণ। ভুবনেশ্বর কুমার এবং কুলদীপ যাদবের পর ভারতের তৃতীয় বোলার হিসাবে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একাধিক বার ৫ উইকেট নিয়েছেন।

মঙ্গলবার বরুণ ২৪ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন। তাঁর স্পিনের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করেন ইংল্যান্ডের ব্যাটারেরা। জস বাটলার (২৪), জেমি স্মিথ (৬), জেমি ওভারটন (শূন্য), ব্রাইডন কার্স (৩) এবং জোফ্রা আর্চারকে (শূন্য) আউট করেন বরুণ।

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সুনাম নির্ভর করে নার্সদের উপর ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি।। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলেই বর্তমানে রাজ্যে নিউরো সহ বিভিন্ন জটিল অপারেশন করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্যে কিডনি প্রতিস্থাপন চালুর পর লিভার সহ বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরফলে আগামীদিনে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে। আজ আমতলি বাইপাস সংলগ্ন নর্থ-ইস্ট ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্সের নতুন অ্যাকাডেমিক ভবন ও ছাত্রীবাসের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইতিমধ্যেই রাজ্যে দুটি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেকোন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে নার্সদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। নার্সিং স্টাফের উপরই সেই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি নির্ভর করে। তাই নার্সদের রোগী ও রোগীর পরিবারের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্যের বহু ছেলেমেয়ে দেশ-বিদেশে নার্সিং পরিষেবার ক্ষেত্রে সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। আগামীদিনে এই ইনস্টিটিউট থেকেও ভালো সংখ্যক নার্স তৈরি হয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও জিবিপিতে সুপার স্পেশালিটি ব্লক তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রতিটি জেলা হাসপাতালে ট্রমা সেন্টারকে শক্তিশালী করা হয়েছে। আমবাসাতে একটি কার্ডিয়াক কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এ সমস্ত উদ্যোগের ফলেই বহিরাজ্যে রেফারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাও এগিয়ে আসছে। যা রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য উল্লেখযোগ্য দিক। বিগতদিনের তুলনায় বর্তমানে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর যে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে তা রাজ্যবাসীও উপলব্ধি করতে পারছেন। অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী চিত্তরঞ্জন মহারাজ বলেন, এই নার্সিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের নার্সিং কোর্সে পড়াশুনা করার সুযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য সহ প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়নে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নর্থ-ইস্ট ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্সের চেয়ারম্যান ডা. পার্থ প্রতিম সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মীনারাণী সরকার এবং ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দীপক শর্মা।

চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক দুই চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: স্বর্ণালংকার চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক বহি:রাজ্যের দুই চোর। আজ বিশালগড় থানাধীন গকুলনগরস্থিত ভূইয়ার মাথা এলাকায় ওই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।পরবর্তী সময়ে চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, দিন দুপুরে প্রকাশ্যে বিশালগড় থানাধীন গকুলনগরস্থিত ভূইয়ার মাথা এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকে পুরোনো স্বর্ণের জিনিস পরিষ্কার করার নাম করে গলার চেইন ও কানের দুল নিয়ে পালিয়েছিল দুই যুবক। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রতিবেশীরা। ওই দুই চোরকে হাতেনাতে আটক করে সানীয় মানুষ।সাথে সাথে তারা থানায় খবর দিয়েছেন।পরবর্তী সময়ে পুলিশের হাতে চোরকে তুলে দিয়েছে।পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। আটককৃতদের নাম পবন কুমার এবং নীতেশ কুমার।

শুক্রবার রাতে বিজেপির প্রাক্তন প্রভারী সুনীল দেওধর মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার সরকারি বাসভবনে এক সৌজন্য সাক্ষাতকারে মিলিত হন।

প্লাস্টিক বিরোধী অভিযানে বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: প্লাস্টিক বিরোধী অভিযানে নেমেছে বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন এবং খাদ্য দপ্তর।প্রসাশনের আধিকারিকরা বাইপাস সড়কের বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালিয়েছে। বাজেয়াপ্ত হয় বিপুল পরিমাণ অবৈধ প্লাস্টিক প্যাকেট সহ অন্যান্য সামগ্রী। অভিযানে নেমে দুই দোকানের মালিককে আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে ডিসিএম প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, বিশালগড় পুর পরিষদ এবং বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশালগড় বাইপাস মুখ সংলগ্ন দোকানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর ক্যারিব্যাগ বাজেয়াপ্ত করে। দুই দোকান মালিক থেকে আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক মাসের মত ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিনে ও বিশালগড়ের বাইপাস মুখ সংলগ্ন বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালায় বিশালগড় পুর পরিষদ এবং মহকুমা প্রশাসনের এক যৌথ আধিকারিক দল। বিভিন্ন মুদি দোকান হোটেলে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন দোকান থেকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বাজেয়াপ্ত করে এবং দুইটি দোকান থেকে এক হাজার টাকা করে মোট ২০০০ টাকা আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে।

বিশালগড় মহকুমা শাসক অফিসের ডিসিএম প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য্য জানান, প্রথমবারের মতো দোকান মালিকদের সাবধান করা হয়েছে। যদি তারা এরপরেও প্লাস্টিক কেরি ব্যাগ ব্যবহার করে তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ব বিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে জাতীয় বৈদিক সেমিনারের সমাপন সমারোহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: 'ভারতীয় জ্ঞান পরস্পরা প্রচারে বেদের অবদান' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী জাতীয় বৈদিক সেমিনার ২৯-০১-২০২৫ থেকে ৩১-০১-২০২৫ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় একলব্য পরিসর এবং মহর্ষি সন্দীপনি রাষ্ট্রীয় বেদবিদ্যার (উজ্জয়িনী) সহযোগিতায় এই সেমিনারটি আযোজিত হযেছে। সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অভিষি, শ্রী দেবাশীষ নন্দী, প্রবন্ধক, ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি (আগরতলা) আধুনিক বৈদিক জ্ঞানকে একীভূত করে, একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রফেসর যোগেশ প্রতাপ সিংহ কুলপতি রাষ্ট্রীয় বিধি বিশ্ববিদ্যালয়, তিনি বিভিন্ন শাখায় বেদের অবদান তাঁর মন্তব্যে আলোচনা করেছেন। প্রফেসর মনোজ কুমার মিশ্র, বেদ-বিদ্যাশাখার প্রধান, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লি, তিনি তাঁর ভাষণে, বৈদিক জ্ঞানকে বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ এবং গবেষণায় প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। অনলাইনে যুক্ত হয়েছেন, ইউনিভার্সিটি অফ হাইডেলবার্গ, জার্মানি অধ্যাপক আনন্দ মিশ্র তিনি বেদের নবীন প্রযোগ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রফেসর রবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য তিনি ভারতীয় শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন প্রফেসর প্রভাত কুমার মহাপাত্র, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক, একলব্য ক্যাম্পাস, ত্রিপুরা, সমাপন অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। ড. প্রকাশ রজন মিশ্র, সমন্বয়কারী, এবং ড. আশীষ মিশ্র, কো-অর্ডিনেটর, সেমিনারের উদ্দেশ্যগুলি তুলে ধরেন।ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় বেদের ভূমিকা এবং আধুনিক সমাজে ভাদের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধির জন্যে এই সেমিনারের গুরুত্ব অপরিসীম।

গৌরনগর স্কুল মাঠে পঞ্চমী ও বারুণী মেলা ৩ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি: প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও জাঁকজমকপূর্ণভাবে গৌরনগর সিনিয়র বেসিক স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে ৭১তম ঐতিহ্যবাহী পঞ্চমী এবং বারুণী মেলা। আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারি ঐতিহ্যবাহী পঞ্চমী এবং বারুণী মেলার উদ্বোধন করবেন যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। গোটা বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার সকালে গৌরনগর ইয়ুথ ক্লাবের অফিস গৃহে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন ক্লাব কর্মকর্তারা।

এদিন উপস্থিত ছিলেন গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিভাস সিংহ, ক্লাবের সভাপতি প্রেমজিত সিংহ, ক্লাবের সম্পাদক বিপুল রুদ্র পাল, সমাজসেবী ধনঞ্জয় সিনহা থেকে শুরু করে অন্যান্যরা। এদিন তাদের পক্ষ থেকে এই ঐতিহ্যবাহী মেলায় খোয়াই বাসি সমেত রাজ্যবাসীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

কৈলাসহরে সংগীত শিল্পীর বাড়িতে দুস্কৃতির হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩১ জানুয়ারি: খোদ শহর এলাকায় প্রখ্যাত চিকিৎসক তথা খ্যাতনামা সংগীত শিল্পীর বাড়িতে গভীর রাতে দুস্কৃতিকারীদের অতর্কিত হামলার ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাও আবার শহরের যে এলাকায় সবচেয়ে বেশি ভিভিআইপি-দের বসবাস রয়েছে সেই এলাকায় এমন ঘটনা ঘটায় গোটা শহর জুড়ে তীব্র আতংক বিরাজ করছে।

কৈলাসহর পুর পরিসদের দূর্গাপুর এলাকায় পুর পরিসদের ১৪ নং ওয়ার্ডের দূর্গাপুর এলাকায় শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা সংগীত শিল্পী ডক্টর অয়ন রায়ের বাসভবন রয়েছে। বাসভবনে ডক্টর অয়ন রায়ের সাথে উনার স্ত্রী এবং ১২ বছরের এক কন্যা থাকেন। প্রতিদিনের মতো গতকাল ৩০ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার উনারা রাতের খাবার শেষ করে রাত্র সাড়ে ১০টা নাগাদ তিনজন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এতটুকু অব্দি সবই ঠিকঠাক ছিলো। কিন্তু গভীর রাতে কে বা কাহারা হঠাৎ করে বেশ কয়েকটি মদের বোতল দিয়ে ডক্টর অয়ন রায়ের বাড়িতে ঢিল ছুঁড়তে থাকে। ঢিলের শব্দ শুনতেই অয়ন রায় ঘুম থেকে উঠে দরজা খোলে ঘর থেকে বের হয়ে চিৎকার দিতে শুরু করতেই দুস্কৃতিকারীরা পালিয়ে যায়। চিকিৎসকের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে ঢিল ছুঁরার ঘটনা ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে চাউর হতেই শহরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সহ সাংস্কৃতিক প্রেমীরা তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানান। ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কেন এই হামলা, সেই বিষয়ে কিছুই ধারণা করতে পারছেন না ড. অয়ন রায়।

পিএম বিজলির যোজনায় সুবিধাভোগীদের সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জানুয়ারি : ভারত সরকারের নবায়ন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের আমন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনায় পিএম সূর্য্য ঘর মুফত বিজলী যোজনায় রাজ্যের ৮ জন সুবিধাভোগী গত ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে নয়াদিল্লিতে কর্তব্যপথে বিশেষ অতিথি রূপে অংশ নিয়েছেন। পাশাপাশি প্রজাতন্ত্র দিবসেই রাষ্ট্রপতি ভবনে এট হোম অনুষ্ঠানে এ রাজ্যের পিএম সূর্য্য ঘর মুফত বিজলি যোজনায় সুবিধাভোগী অজয় ভুষন পালকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করা হয়েছে। কর্তব্য পথের অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে শুধুমাত্র অসম, মনিপুর এবং ত্রিপুরা এই বিরল সম্মান পেয়েছে। এই অনুষ্ঠানে গোটা দেশ থেকে মোট ৪১৮ জন সূর্য্য ঘর সুবিধাভোগী অংশ নিয়েছেন। সুবিধাভোগীদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন পিএম সূর্য্য ঘর মুফত বিজলী যোজনার নোডাল অফিসার তথা ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ডিজিএম সুজাতা সরকারও। উল্লেখ্য এখন পর্যন্ত গোটা রাজ্যে পিএম সূর্য্য ঘর মুফত বিজলী যোজনায় প্রায় ১২ হাজার মানুষ নাম নথিভুক্ত করেছেন।

কমলপুরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩১ জানুয়ারি: কমলপুর পিএম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বালিকা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের উদ্যোগে শুক্রবার এক দিবসীয় মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। কমলপুর পিএম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সৌমিত্র গোপ, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার, বিশিষ্ট আইনজীবী শ্যামল কান্তি পাল, চিকিৎসক পার্থ সরকার,প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সাংবাদিক সুপ্রিয় দত্ত, সিনিয়র সাংবাদিক দেবজিৎ গুহরায়, এস এম সি চেয়ারম্যান মনোরমা দেব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন দেন পিএম শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র বালিকা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুফল শুক্ল বৈদ্য। মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে পি এম শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র বালিকা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সকল ছাত্রী, অভিভাবকরা সহ সাধারণ মানুষ রোগ নিরাময়ের জন্য স্বাস্থ্য শিবিরে অংশ গ্রহন করে। চিকিৎসকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক পার্থ সরকার, দন্ত চিকিৎসক শিশির দেববর্মা অন্যান্য চিকিৎসকগন। মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে স্বাগত ভাষনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুফল শুক্লবৈদ্য বলেন, এই স্বাস্থ্য শিবিরের মূল উদ্দেশ্য হল বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিভিন্ন রোগ থাকতে পারে।তার নিরাময় করা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা করার লক্ষ্যেই এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব বলেন, আগের তুলনায় স্বাস্থ্য পরিষেবা এখন অনেক ভাল হয়েছে। ক্যান্সারের মতো রোগ প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে চিকিৎসার মাধ্যমে ভাল হয়ে যায়। আমাদের জেলার কুলাই হাসপাতালে এখন সব ধরনের চিকিৎসা হয়। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসক আছেন। উল্লেখ্য ধলাই জেলায় কমলপুর এই প্রথম ছাত্রীদের রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বিদ্যালয়ে মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শাসকদলের বুথ অফিস পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ জানুয়ারি: ধর্মনগর মহকুমার যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের রাধাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসকদলের ৪১ নং বুথ অফিসের প্রচার সজ্জা নষ্ট করেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।বিরোধী দল সিপিএম এবং কংগ্রেস এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করেন রাধাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সন্ধ্যায় এলাকায় মশাল মিছিল করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। অবিলম্বে অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন তারা। মশাল মিছিলটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এদিন।

গাঁজা বিরোধী অভিযান সাফল্য খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ,৩১ জানুয়ারি: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ফের গাঁজা গাছ ধ্বংস করল পুলিশ। খোয়াই তুলা শিখরের রবিচরণপাড়ায় শুক্রবার ভোরবেলা গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়েছে। এদিনের অভিযানে২০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

মূলত ফরেস্ট ল্যান্ড এর জায়গায় এই গাঁজা বাগানটি গড়ে উঠেছিল। ধ্বংসকৃত গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় দুই লাখ টাকা হবে বলে জানান চম্পাহাওরের থানার ওসি অজিত দেববর্মা। এধরনের অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিলোনিয়ায় ব্লকভিত্তিক শিক্ষা কমিটির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩১ জানুয়ারি: বিলোনিয়া মহকুমার ভারতচন্দ্র নগর ব্লক ভিত্তিক শিক্ষা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার বেলা সাড়ে এগারোটায়। ভারত চন্দ্র নগর ব্লক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এই দিনের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ব্লক এলাকার বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন সহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত ব্লক এলাকার জনপ্রতিনিধি ও শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক ও প্রধান শিক্ষক গন। এলাকার জনপ্রতিনিধিদের থেকে দাবি উঠে প্রতিটি স্কুলে যেন সি সি টি ভি র ব্যবস্থা করা হয়। এই দিনের আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারত চন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন পুতুল পাল বিশ্বাস, সমষ্টি উন্নন আধিকারিক কাবেরী নাথ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক গন।

সভা শেষে পুতুল পাল বিশ্বাস সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন স্কুল গুলি ভালোই চলছে। কিন্তু স্কুলগুলিতে পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক স্বল্পতার কথাই বিশেষভাবে আলোচনায় হয়। এছাড়া তিনি আরো জানান পঞ্চায়েত সমিতির এক্তিয়ার যতটুক আছে করার জন্য উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

চন্দননগরে বৃদ্ধকে গাড়ি চাপা দিয়ে মারার দায়ে ধৃত ৫

হুগলি, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): বুধবার ভোরে চন্দননগর তেমাথা এলাকায় সত্তর বছরের বৃদ্ধ সাইকেলচালক মধুসূদন বঙ্গকে পিষে, টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায় চারচাকা গাড়ি। সেই ঘটনায় শুক্রবার পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে প্রত্যেকেই পলাতক ছিলেন।

ধৃতরা হলেন, গাড়ির চালক সুভাষচন্দ্র ঘোষ, সনুরুই দাস, সুরজিৎ দাস, বিশ্বজিৎ দাস। এরা প্রত্যেকেই চন্দননগরের বারাসত এলাকার ছুতারপাড়ার বাসিন্দা। গ্রেফতার আরও একজন গৌতম কুর্মি তিনি বাদামতলায় থাকেন। চালক ও গাড়ির বাকিরা মত্ত ছিলেন বলে অভিযোগ। তবে চালক নয়, অন্য একজন গাড়ি চালাচ্ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, "বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে এক বৃদ্ধকে পিষে মারে একটি প্রাইভেট গাড়ি। আমরা তদন্তে নেমে প্রাথমিকভাবে জানতে পারি, এদের সবারই বাড়ি চন্দননগরে। তাঁদের বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান ছিল। মত্ত অবস্থায় ছিল ওঁরা। ভোরবেলায় গাড়ি চালককে পাশে বসিয়ে রেখে গাড়ি চালানো শিখছিল। আমরা সিসিটিভির ফুটেজ পেয়েছি। যে গাড়ি চালাচ্ছিল তাঁর লাইসেন্স নেই। বিএনএসের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।"

জুয়ার আসরে পুলিশের অভিযানে আটক ৪, নগদ উদ্ধার ১.৫৩ লক্ষ টাকা

বাঁকুড়া, ৩০ জানুয়ারি (হি.স.) : গোপন সূত্রে পাওয়া খবরে গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে বরসাল গ্রাম পঞ্চায়েতের ধবণী এলাকায় জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে ৪ জনকে আটক করেছে। অভিযানে জুয়া খেলার বোর্ড সহ নগদ ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা হল পারুইবাইদের অজিত মাঝি, পালাজুরিয়ার বিধান মণ্ডল, কেলাই গ্রামের মুক্তারাম মণ্ডল এবং বরসালের সুভাষ কাঞ্জিলাল। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় জুয়া ও সাট্টা চক্র সক্রিয় ছিল, যা এলাকার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছিল। পুলিশের এই অভিযানে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান চালানোর দাবি জানিয়েছেন।

নৈহাটিতে দিনেদুপুরে গুলিতে নিহত তৃণমূল কর্মী

উত্তর ২৪ পরগনা, ৩১ জানুয়ারি (হি.স.): দিনেদুপুরে নৈহাটিতে আততায়ীদের গুলিতে নিহত হলেন ব্যবসায়ী তথা তৃণমূল কর্মী। গৌরীপুর এলাকায় মাথায় গুলি করা হয় সন্তোষ যাদব নামে এক ব্যক্তিকে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত সন্তোষ স্থানীয় ব্যবসায়ী বলে পরিচিত। আবার স্থানীয় বিধায়কের দাবি, নিহত ব্যক্তি এলাকার তৃণমূল কর্মী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার দুপুর নাগাদ গৌরীপুর এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন সন্তোষ যাদব নামে ওই ব্যবসায়ী। আচমকা কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর উপর হামলা চালায়। প্রথমে একটি গুলি চালানো হয় তাঁকে লক্ষ্য করে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে দুষ্কৃতীর হাত থেকে রিভলবারটি কেড়ে নেন।

এরপর তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর ৪ রাউন্ড গুলি চালায় বাকি দুষ্কৃতীরা। একটি গুলি লাগে সন্তোষের মাথায়। তাঁকে তড়িঘড়ি নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। দিনেদুপুরে এমন ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে তদন্তে নামে নৈহাটি থানার পুলিশ।

ভারত গৌরব জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনীত সুজিত ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩১ জানুয়ারি।। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিশিষ্ট যুব সামাজিক কর্মী সুজিত ঘোষ"কে ভারত বিকাশ সংঘম কর্তৃক 'ভারত গৌরব জাতীয় পুরস্কার'-এর জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি কর্ণাটকের কালবুরগী শহরে সপ্তম ভারতীয় সংস্কৃতি উৎসবে এই সম্মানজনক পুরস্কার প্রদান করা হবে। এই উৎসব প্রকৃতি-কেন্দ্রিক উন্নয়ন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগতির উদযাপন হিসেবে পরিচিত।

নয়দিনব্যাপী এই বিশাল আয়োজনের মধ্যে যুব উন্নয়ন, গ্রামীণ ও কৃষি সমস্যা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, আত্ম-কর্মসংস্থান, পরিবেশ সংরক্ষণসহ নানা বিষয়ে প্যানেল আলোচনা এবং প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। দেশব্যাপী বিভিন্ন উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক সংস্থা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবে। সুজিত ঘোষ দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। তিনি স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিশুশ্রেণীর কল্যাণ, জীবিকা উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

এছাড়া, তিনি ত্রিপুরাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বিশেষ করে, গত বছরের ভয়াবহ বন্যার সময় সুজিত ঘোষ এবং ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা রাজ্যের নানা স্থানে পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে। তার এই সেবামূলক কর্মকাণ্ড সামাজিক উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সুজিত ঘোষের এই অর্জন ত্রিপুরার সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তির জন্য একটি অনুপ্রেরণা।

সমাজের প্রতি তার অবদান স্বীকৃতি পাওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন মহলে আনন্দ ও গর্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি কর্ণাটকের কালবুরগী শহরে অনুষ্ঠিতব্য পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাজসেবক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন। সুজিত ঘোষের এই সাফল্য ভবিষ্যতে আরও যুব সমাজকে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas